কবিতা-সংগ্রহ।

প্রথম ভাগ।

রাজা দশরথ মৃগভ্রমে মুনিপুত্রকে বধ করেন।

মৃগয়ায় আজ্ঞা দিলা রাজা দশরথ।
হস্তী ঘোড়া পদাতিক সঙ্গে শত শত ॥
ভ্রমিয়া বেড়ান বীর নিবিড় কানন।
অন্ধকের তপোবনে গেলেন তখন ॥
শ্রমযুক্ত হইয়া বসেন বৃক্ষতলে।
দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই স্থলে ॥
অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু নাম ধরে।
কুপা করি ভরে জল সেই সরোবরে ॥
কলসীর মুখ করে ভুক্ ভুক্ ধ্বনি।
রাজা ভাবে জলপান করিছে হরিণী ॥
পাতা লতা খাইয়ে এসেছে সরোবর।
ইহা ভাবি বধিতে যুড়িল ধনুঃশর ॥
শব্দভেদি বাণ তার শব্দ মাত্রে হানে।
মুনি না দেখিয়া বাণ এড়িল সেক্ষণে ॥

কবিতা-সংগ্রহ।

মৃগ জ্ঞানে বাণ মারে রাজা দশরথ।
বাণাঘাতে মুনি পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥
মৃগের উদ্দেশে রাজা যায় দৌড়াদৌড়ি।
মৃগ নহে মুনিপুত্র যায় গড়াগড়ি ॥
দেখেন সিন্ধুর বুকে বিন্ধিয়াছে বাণ।
ভীত দশরথ তাঁর উড়িল পরাণ ॥
বুকে বাণ বাজিয়াছে কথা নাহি সরে।
জল দেহ বলে মুনি হস্ত অনুসারে ॥
অঞ্জলি পূরিয়া রাজা আনিয়া জীবন।
মুখে দিবা মাত্র মুনি পাইল চেতন ॥
বলে কোন্ অপরাধে আমারে মারিলে।
আমারে মারিয়া বড় প্রমাদ পাড়িলে ॥
অন্ধ মাতা পিতা মম শ্রীফলের বনে।
আজি তাঁরা মরিবেন আমার বিহনে ॥
এই বড় দুঃখ মম রহিল যে মনে।
মৃত্যুকালে দেখা নৈল তাঁহাদের সনে ॥
আমি অন্ধকের প্রাণ হইয়া ছিলাম।
তৃষ্ণায় সলিল ফল ক্ষুধায় দিতাম ॥
আর কেবা ফল জল দিবেক তাঁহাকে।
অনাহারে মরিবেক আমা পুত্র শোকে ॥
এই সত্য দশরথ করহ আপনে।
আমা লৈয়া যাহ পিতা মাতার সদনে ॥

কৃত্তিবাস

কবিতা-সংগ্রহ।

রাজা দশরথের নিকট কেকয়ীর বর-প্রার্থনা।

ভূপতি বলেন রাণী নিজ কথা বল।
সত্য করি যদ্যপি তোমারে করি ছল॥
যেই দ্রব্য চাহ তুমি তাহা দিব দান।
আছুক অন্যের কায দিতে পারি প্রাণ॥
কেকয়ী বলেন সত্য করিলা আপনি।
অষ্ট লোকপাল সাক্ষী শুন সত্যবাণী॥
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে।
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে॥
দুরন্ত বচনে রাজা হইয়া মূর্চ্ছিত।
অচেতন হইলেন নাহিক সম্বিত*॥
কেকয়ী বচন যেন শেল বুকে ফোটে।
চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে॥
মুখে ধূলা উঠে রাজা কাঁপিছে অন্তরে।
হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে॥
পাপীয়সী আমারে বধিতে তোর আশা।
স্ত্রী পুরুষে যত লোক কহিবে কুভাষা॥
রাম বিনা আমার নাহিক অন্যগতি।
আমারে বধিতে তোরে কে দিল এ মতি॥

---

* সম্বিত—জ্ঞান।

রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন।
সেই দিনে সেই ক্ষণে আমার মরণ॥
এই কথা ভরত যদ্যপি আসি শুনে।
আপনি মরিবে কি মারিবে সেই ক্ষণে॥
মাতৃবধ ভয়ে যদি নাহি লয় প্রাণ।
করিবে তথাপি তোর বহু অপমান॥
বিষদন্তে দংশিল এ কাল ভুজঙ্গিনী।
তোরে ঘরে আনিয়া মজিলাম আপনি॥
পরমায়ু থাকিতে বধিলি মম প্রাণ।
পায়ে পড়ি কেকয়ী করহ প্রাণদান॥
কেকয়ীর পায়ে রাজা লোটে ভূমিতলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল* তার নয়নের জলে॥
প্রভাতে বসিব কল্য সভা বিদ্যমানে।
পৃথিবীর যত রাজা বসিবে সে স্থানে॥
অধিবাস রামের হইল সবে জানে।
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব† সে সকল জনে॥
কেকয়ী বলেন সত্য আপনি করিলা।
সত্য করি বর দিতে কাতর হইলা॥
সত্য ধর্ম্ম তপ রাজা করি বহু শ্রমে।
সত্য নষ্ট করিলে কি করিবেক রামে॥
সত্য লঙ্ঘে যে তাহার হয় সর্ব্বনাশ।
যে সত্য পালন করে স্বর্গে তার বাস॥

*তিতিল—আর্দ্র হইল। † ভাণ্ডাইব—ভাঁড়াইব, বঞ্চনা করিব।

যত রাজা হইলেন চন্দ্র সূর্য্যবংশে।
সে সবার যশ গুণ সকলে প্রশংসে॥
দিলা সত্য করিয়া আমারে দুই বর।
এখন কাতর কেন হও নৃপবর॥

কৃত্তিবাস

ভরতের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন।

প্রণাম করিয়া মাতামহের চরণে।
হইলেন ভরত বিদায় সেইক্ষণে॥
হস্তী ঘোড়া দিল রাজা বহুমূল্য ধন।
আসন বসন আর নানা আভরণ॥
শত্রুঘ্ন ভরত দোঁহে চড়িলেন রথে।
কত শত সৈন্য চলে তাঁহার সঙ্গেতে॥
সূর্য্য যান অস্তগিরি বেলা অবশেষে।
হেনকালে সবে তাঁরা অযোধ্যা প্রবেশে॥
শ্রীরামের শোকে লোক করিছে ক্রন্দন।
অযোধ্যার সর্ব্ব লোক বিরস বদন॥
জিজ্ঞাসেন ভরত হইয়া বিষাদিত।
প্রজালোকে কান্দে কেন নহে হরষিত॥
অনেক দিনের পরে আইলাম দেশে।
কাছে না আইসে কেন কেহ না সম্ভাষে॥
এত শুনি দূতগণ হেঁট করে মাথা।
কেহ নাহি কহে কোন ভাল মন্দ কথা॥

অযোধ্যার যত লোক আছে এ নিয়মে।
অশুভ সংবাদ নাহি কহে কোন ক্রমে॥
ভরত ভাবিত অতি মানিয়া বিস্ময়।
প্রথমে গেলেন তিনি পিতার আলয়॥
দেখেন নাহিক পিতা শূন্য নিকেতন।
ভরত ভাবিয়া কিছু না পান কারণ॥
মৃত্যুকালে দশরথ কৌশল্যার ঘরে।
আছে তথা মৃতদেহ তৈলের ভিতরে॥
ভরত পিতার গৃহ শূন্যময় দেখি।
মায়ের আবাস যান হয়ে মনে দুঃখী॥
কৈকেয়ী বসিয়া আছে রত্ন সিংহাসনে।
পড়িয়াছে প্রমাদ মনেতে নাহি গণে॥
পুত্রের রাজত্ব লাভে আছে মনঃসুখে।
ভরত গেলেন তবে মায়ের সম্মুখে॥
ভরতেরে দেখিয়া ত্যজিল সিংহাসন।
ভরত করেন তাঁর চরণ বন্দন॥
মুখে চুম্ব দিয়া রাণী পুত্র কৈল কোলে।
কুশল জিজ্ঞাসা করে তারে কুতূহলে॥
কেকয় ভূপতি পিতা আছেন কুশলে।
কুশলে আছেন মম সোদর সকলে॥
মঙ্গলে আছেন মাতা বিমাতা সকল।
পিতৃ রাজ্য রাজগিরি দেশের মঙ্গল॥
ভরত বলেন মাতা না হও বিকল।
মাতা পিতা ভ্রাতা তব সবার কুশল॥

তোমার বান্ধব যত কেহ নাহি মরে।
সকল মঙ্গল তব জনকের ঘরে॥
তুমি যত জিজ্ঞাসিলে দিলাম উত্তর।
আমি যে জিজ্ঞাসি তাহা কহত সত্বর॥
অযোধ্যার রাজ্য একি দেখি বিপরীত।
সকলে বিষণ্ণ কেন নহে হরষিত॥
চতুর্দ্দিকে লোক কেন করিছে ক্রন্দন।
আমারে দেখিয়া কেন করিছে নিন্দন॥
পিতার আলয়ে কেন না দেখি পিতারে।
অযোধ্যানগর কেন পূর্ণ হাহাকারে॥
যে কথা কহিতে কারো মুখে না আইসে।
হেন কথা কহে রাণী পরম হরিষে॥
সত্যবাদী তব পিতা সত্যে বড় স্থির।
সত্য পালি স্বর্গেতে গেলেন সত্য বীর॥
শূন্য রাজ্য আছে তব পিতার মরণে।
ভরত আছাড় খায়ে পড়েন সেক্ষণে॥
কাটিলে কদলী যেন ভূমিতে লোটায়।
ধূলায় পড়িয়া বীর গড়াগড়ি যায়॥
মূর্চ্ছাগত ভরত হলেন পিতৃশোকে।
কাঁন্দিয়া বিকল তারে দেখি অন্য লোকে॥
কৈকেয়ী বলিল পুত্র কর অবধান।
তোমার ক্রন্দনে মম বিদরে পরাণ॥
সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি ভরত অন্তরে।
পিতা মাতা লয়ে কেবা কোথা রাজ্য করে॥

ভরত বলেন শুনি পিতার মরণ।
শ্রীরাম লক্ষণ তাঁরা কোথা দুইজন॥
মহারাজ রামেরে অর্পিয়া রাজ্য ভার।
লইবেন রাজ্যেতে আপনি অবসর॥
এই সব যুক্তি পূর্ব্বে ছিল আমি জানি।
তাহার অন্যথা কেন কহ ঠাকুরাণী॥
রাজার মরণে তব নাহিক বিবাদ।
অনুমানে বুঝি তুমি করেছ প্রমাদ॥
রাজকন্যা কৈকেয়ী বাড়িছে নানা সুখে।
কত শত কথা বলে যত আসে মুখে॥
রাম বনে গেলেন লক্ষ্মণ তাঁর সাথে।
মনে কি করিয়া সীতা গেলেন পশ্চাতে॥
ভরত বলেন কেন রাম যান বনে।
পরাণ বিদরে মাতা তোমার বচনে॥
কৈকেয়ী সকল কহে ভরতের স্থানে।
রামের অশেষ গুণ সকলে বাখানে॥
ভকতবৎসল রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
জনক জননী প্রাণ গুণের সাগর॥
শ্রীরাম হইবে রাজা সবার কৌতুক।
রামের প্রসাদে লোক পায় নানা সুখ॥
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।
হেনকালে রামেরে দিলাম বনবাস॥
তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেলেন বন।
হা রাম বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন॥

মাতৃ ধার পুত্রে কভু শুধিতে না পারে।
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে ॥
রাজা হয়ে রাজ্য কর বৈস রাজপাটে।
রাজলক্ষ্মী আছে পুত্র তোমার ললাটে ॥

কৃত্তিবাস।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে শ্রীরামের বিলাপ।

রণ জিনি রঘুনাথ পায়ে অবসর।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর ॥
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা নগরী।
মৈল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী ॥
হারালেম প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ।
কি করিবে রাজ্য ভোগে পুনঃ যাই বন ॥
লক্ষ্মণ সুমিত্রা মাতার প্রাণের নন্দন।
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন ॥
এনেছি সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি।
আসিয়া সাগর পারে বাম হৈল বিধি ॥
মম দুঃখে লক্ষ্মণ ভাই দুঃখী নিরন্তর।
কেন রে নিষ্ঠুর হলে না দেহ উত্তর ॥
সবাই সুধাবে বার্ত্তা আমি গেলে দেশে।
কহিব তোমার মজা কেমন সাহস ॥

আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষা।
তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা॥
রাজ্য ধনে কার্য্য নাই নাহি চাই নীতে।
তোমায় লইয়া আমি যাইব বনেতে॥
উদয় অস্ত যত দূর পৃথিবী সঞ্চার।
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার॥
উঠ রে লক্ষণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ।
কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস॥
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ।
তুমি রে লক্ষ্মণ আমার প্রাণের সমান॥
সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্য দিলাম ডালি। *
তোমা বধে রঘুকুলে রাখিলাম কালি॥
কেন বা রাবণ সঙ্গে করিলাম রণ।
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন জন॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা সহস্র বাহুধর।
তাহা হৈতে লক্ষ্মণ ভাই গুণের সাগর॥
এমন লক্ষ্মণে আমার মারিল রাক্ষসে।
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে॥
বাপের আজ্ঞা হৈল মোরে দিতে রাজ্যদণ্ড।
কৈকেয়ী সতাই † তাহে পাড়িল পাষণ্ড॥

---

* ডালি—উপঢৌকন, সওগাদ; পূর্ব্বে বণিকেরা বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া কোন নগরে উপস্থিত হইলে যাহার যেমন শক্তি সেই অনুসারে নগরপতিকে ডালি দিত। এখন ডিউটি অর্থাৎ শুল্ক দেয়।

† সতাই—বিমাতা

বাপের সত্য পালিতে আমি কৈনু বনবাস।
বিধি বাদী হইল তাহাতে সর্ব্বনাশ ॥

কৃত্তিবাস।

মহীরাবণ দ্বারা শ্রীরাম লক্ষ্মণের হরণ।

দ্বিতীয় প্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার।
বিভীষণ বলে শুন পবন কুমার ॥
আপনি পবন যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তারে নাহি দিবে হেতা ॥
এত বলি বাহির হইল বিভীষণ।
গড়ের চৌদিকে দেখে করিয়া ভ্রমণ ॥
রাবণে প্রণাম করি সে মহীরাবণ।
শ্রীরামের নিকটেতে করিল গমন ॥
ঠাট কটক হস্তী ঘোড়া না লয় দোসর।
মায়াকরি একাকী চলিল নিশাচর ॥
আকাশে আসিতে চক্র দেখিল সত্বরে।
ঠাট কটক দেখে সব গড়ের ভিতরে ॥
মনে মনে ভাবে মহী রাবণ-নন্দন।
মায়াতে ছলিব আজ শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
বিভীষণে দেখি তথা গড়ের বাহিরে।
[illegible]রূপে যাইব আমি গড়ের ভিতরে ॥

মনে মনে চিন্তা মহী করিয়া তখন।
মায়াতে হইল অজ রাজার নন্দন॥
দশরথ হয়ে আসি দিল দরশন।
দশরথ বলে শুন পবন নন্দন॥
আমার সন্তান দুটি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সনে করি দরশন॥
হনূমান বলে প্রভু করি নিবেদন।
ক্ষণেক বিলম্ব কর আসুক বিভীষণ॥
হেনকালে বিভীষণ দিল দরশন।
তরাসে পলায়ে গেল সে মহীরাবণ॥
হনূ বলে শুনহ ধার্ম্মিক বিভীষণ।
দশরথ রাজা এসেছিলেন এখন॥
বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা।
প্রবেশ করিতে তবু নাহি দিবে হেথা॥
এত বলি বিভীষণ তথা হৈতে যায়।
অন্তরে থাকিয়া মহী দেখিবারে পায়॥
ভরত হইয়া আইলা হনূমান কাছে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভাই কোথা আছে॥
চৌদ্দবর্ষ বনবাসী মস্তকেতে জটা।
দশরথ রাজার আমরা চারি বেটা॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কোথা করি দরশন।
এত শুনি কহিতেছে পবন নন্দন॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর আসুক বিভীষণ।
এত শুনি পাছু হটে সে মহীরাবণ॥

হেন কালে ধাইয়া আইল বিভীষণ।
হনূ বলে ভরত আইল এতক্ষণ॥
হনূমানে চাহি বিভীষণ কন কথা।
দ্বাঁর না ছাড়িও যদি আসে তব পিতা॥
এত বলি বিভীষণ গেল অতি দূরে।
কৌশল্যা হইয়া মহী আইল সত্বরে॥
কৌশল্যা বলেন শুন পবনকুমার।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মোরে দেখাও একবার॥
হনূমান বলে মাতা করি নিবেদন।
ক্ষণেক থাকহ আগে আসুক বিভীষণ॥
এতেক শুনিয়া মহী তিলেক না থাকে।
বিভীষণ ধাইয়া আইল তাকে দেখে॥
বিভীষণে দেখে বুড়ি যায় গুড়ি গুড়ি।
তাহা দেখি হনূমান দন্ত কড়মড়ি॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
কহিল সকল কথা পবন নন্দন॥
বিভীষণ বলে শুন আমার বচন।
দ্বার না ছাড়িবে যদি আইসে পবন॥
এত বলি বিভীষণ করিল গমন।
হইয়া জনক ঋষি দিল দরশন॥
জনক বলেন শুন পবননন্দন।
রাম সঙ্গে আমার করাহ দরশন॥
আমার জামাতা হন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
চতুর্দ্দশ বৎসর গত নাহি দরশন॥

তোমারে না চিনি বলে পবননন্দন।
ক্ষণকাল থাকহ আস্মুক বিভীষণ॥
এতেক শুনিয়া ঋষি হনূমানের বোল।
হনূমানের সঙ্গেতে যুড়িল গণ্ডগোল॥
হেনকালে বিভীষণ দিলেক হাঁকার।
পলায় জনক ঋষি দেখা নাহি আর॥
উপনীত হইল রাক্ষস বিভীষণ।
বিভীষণে কহে সব পবন-নন্দন॥
বিভীষণ বলে যদি আসে তব পিতা।
গড়ের ভিতর যেতে না দিও সর্ব্বথা॥
এতেক বলিয়া বিভীষণের গমন।
বিভীষণ হয়ে মহী দিল দরশন॥
হনূমান বলে তুমি গেলে এইক্ষণে।
এত শীঘ্র ফিরে আইলে কিসের কারণে।
মহীরাবণ বলে শুন পবননন্দন।
চোর মায়া কত জানে সে মহীরাবণ॥
সাবধানে থাক বাপু আজিকার নিশি।
রাম লক্ষ্মণের মাথে রক্ষা বেঁধে আসি॥
এতেক বলিয়া মহী গড়েতে প্রবেশে।
অলক্ষিতে গেল রাম লক্ষ্মণের পাশে॥
সুগ্রীব অঙ্গদ কোলে আছে দুই ভাই।
মায়ারূপে নিশাচর গেল সেই ঠাঁই॥
মহামায়া স্মরি ধূলা দিল উড়াইয়া।
রাম লক্ষ্মণ নিদ্রা যান অচেতন হৈয়া॥

অচেতন হয়ে পড়ে যতেক বানর।
হাতে হৈতে খসে পড়ে গাছ আর পাথর ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে নিদ্রায় অচেতন।
সুড়ঙ্গে লইয়া যায় আপন ভবন ॥
নিদ্রা নাহি ভাঙ্গে দোঁহে আছেন শয়নে।
ঘরের ভিতরে লয়ে রাখিল গোপনে ॥
চারিদিকে নিশাচর নানা অস্ত্র হাতে।
নিজপুরে রহে মহী হরিষ মনেতে ॥
হেথায় গড়ের দ্বারে আইল বিভীষণ।
হনূমান স্থানে বার্ত্তা পুছে ঘনেঘন ॥
হনূ জানে বিভীষণ গড়ের ভিতরে।
হনূমান বলি ডাকে গড়ের বাহিরে ॥
হনূমান বলে কে-রাক্ষস বিভীষণ।
ঔষধ বান্ধিতে তুমি গেলে যে এখন ॥
বাহির হইয়া আইলে কোন পথ দিয়া।
তোমারে দেখিয়া মোর স্থির নহে হিয়া ॥
বিভীষণ বলে শুন পবননন্দন।
চল তবে দেখি গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
দ্রুতগতি যায় দোঁহে ধেয়ে ঊর্দ্ধমুখে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ নাই শূন্যময় দেখে ॥
আশ্চর্য্য দেখিল তাহে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ।
রাম লক্ষ্মণ না দেখিয়া আকুল পরাণ ॥

কৃত্তিবাস।

শিশু ভীমের ক্রীড়া।

ক্রীড়ারসে বলে শ্রেষ্ঠ পঞ্চ সহোদর।
সবার অধিক বল বীর বৃকোদর॥
ধাইতে পবন সম সিংহ সম হাঁকে।
আস্ফালনে গজ সম মেঘ সম ডাকে॥
যেই দিক দিয়া ভীম বেগে যায় চলি।
দশ বিশ ভূমে ফেলে ভুজাস্ফালে ঠেলি
ক্রোধে সব সহোদর ধরে একবারে।
অবহেলে বৃকোদর শরীর ঝাঁকারে॥
কত দূরে পড়ে সবে অচেতন হয়ে।
পৃষ্ঠে গায় নাসিকায় রক্ত যায় বয়ে॥
দুই হস্তে ধরে বীর সবাকার কর।
চক্রাকার করিয়া ভ্রময়ে বৃকোদর॥
প্রাণ যায় যায় বলি পরিত্রাহি ডাকে।
মৃতকল্প দেখে তবে তারে ভীম রাখে॥
জলমধ্যে ক্রীড়া সবে করে ভ্রাতৃগণ।
একবারে ধরে ভীম দশ দশ জন॥
জলের ভিতরে ডুবে চাপি দুই কাঁধে।
মৃতকল্প করি ছাড়ে প্রাণমাত্র রাখে॥
ভয়েতে ভীমের কেহ না যায় নিকটে।
জলেতে দেখিলে ভীম সবে থাকে তটে।
ফল হেতু উঠে সবে বৃক্ষের উপরে।
তলে থাকি বৃক্ষে ভীম চরণে প্রহারে॥

চরণের ঘায় বৃক্ষ করে থর থর।
ফল সহ ভূমে পড়ে সর্ব্ব সহোদর॥
বালককালেতে ভীম মহাপরাক্রম।
ভীমেরে বালকগণ দেখে যেন যম॥
দুর্য্যোধন দেখি হইল পরম চিন্তিত।
বালক কালেতে বল ধরে অপ্রমিত॥
বয়োধিক হইলে হইবে মহাবল।
ইহার জীবনে নাহি আমার কুশল॥

কাশীদাস

কুরুবালকগণের গুরুলাভ।

এক দিন সব যত কুরুপুত্রগণ।
নগর বাহিরে ক্রীড়া করে সর্ব্বজন॥
এক গোটা লৌহ ভাঁটা ভূমিতে ফেলিয়া।
হাতে দণ্ড করি তাহা যায় তাড়াইয়া॥
হেন লৌহ ভাঁটা তবে দৈব নির্ব্বন্ধনে।
নিরুদক কূপ মধ্যে পড়িল তাড়নে॥
কূপেতে পড়িল দেখি সকল কুমার।
তাহা তুলিবারে যত্ন করিল অপার॥
অনেক উপায় করে না হয় বাহির।
হইল পরম ক্লেশ ঘামিল শরীর॥
লজ্জিত হইল সবে মলিন বদন।
হেনকালে আইলেন দ্রোণ তপোধন॥

শুক্র কেশ শুভ্র বস্ত্র স্কন্ধেতে উত্তরী।
শ্যামল দেহের বর্ণ গতি মত্তকরী॥
শিশুগণে দেখি দ্রোণ বিরস বদন।
জিজ্ঞাসেন মনোদুঃখ কিসের কারণ॥
এতেক শুনিয়া বলে যতেক কুমার।
ধিক্ ক্ষত্রকুলে জন্ম আমা সবাকার॥
ধিক্ প্রাণ ধিক্ ধনু ধিক্ অধ্যয়ন।
ভাঁটা উদ্ধারিতে শক্ত নহে কোন জন॥
হের দেখ জলহীন কুপের ভিতরে।
পড়িয়াছে লৌহ ভাঁটা পাই দেখিবারে॥
দ্রোণাচার্য্য শুনি তবে বলেন হাসিয়া।
কূপ হৈতে দেখ ভাঁটা দেই উদ্ধারিয়া॥
এই ঈষীকার তেজে করিব উদ্ধার।
ভোজ্য দিয়া তুষ্ট তবে করিবে আমার॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রোণাচার্য্যে বলেন বুঝিয়া সে কারণ॥
কুপ হইতে ভাঁটা পার করিতে উদ্ধার।
কি দ্রব্য ভোজন তবে সকলি তোমার॥
দ্রোণ বলিলেন সবে থাক স্থির রূপে।
এইত অঙ্গুরী আমি ফেলি এই কুপে॥
অঙ্গুরী তুলিব আর উদ্ধারিব ভাঁটা।
এত বলি আনিলেন ঈষীকা কতটা॥
মন্ত্র পড়ি মারিলেন ঈষীকা একটা।
মন্ত্র তেজে ঈষীকা ভেটিল লৌহ ভাঁটা॥

পুনঃ পুনঃ তথিপর মারেন অপার।
ঈষীকা ঈষীকা যুড়ি হৈল দীর্ঘাকার॥
ঈষীকার মূল তবে দ্রোণ ধরি করে।
আকাশে তুলেন ভাঁটা উঠিল উপরে॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া এই হইল বিস্ময়।
তবে ধনুর্ব্বাণ লৈয়া দ্রোণ মহাশয়॥
মন্ত্র পড়ি অঙ্গুরী উপরে বাণাঘাতে।
শরসহ অঙ্গুরী উঠিল আসি হাতে॥

কাশীদাস।

গুরু ভক্তি।

তবে এক দিন তথা দ্রোণ গুরু স্থানে
আইল নিষাদ এক শিক্ষার কারণে॥
হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম॥
যোড়হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষা হেতু আইলাম তোমার সদন॥
দ্রোণ বলিলেন, তুই হইস নীচ জাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি।
অনেক বিনয় করে নিষাদনন্দন।
তথাপি তাহারে না করান অধ্যয়ন॥
দ্রোণাচার্য্য মুখে যবে নিষ্ঠুর শুনিল।
প্রণিপাৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল॥

নিষাদের বেশ ত্যজি হৈল ব্রহ্মচারী।
জটা বল্ক পরিধান ফল মুলাহারী॥
মৃত্তিকার দ্রোণ এক করিয়া রচন।
নানা পুষ্প দিয়া তার করয়ে পূজন॥
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্ব্ব মন্ত্র অস্ত্র জ্ঞাত হৈল ধনুর্দ্ধর॥
তবে কত দিন পরে কৌরবনন্দন।
সেই বনে গেল সবে মৃগয়া কারণ॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ তুরঙ্গমে।
সঙ্গেতে চলিল পরিবার ক্রমে ক্রমে॥
মৃগয়ানিপুণ গুণী লইয়া সংহতি।
মহাবনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি॥
মৃগয়া করিছে যত রাজার কোঙর।
হেনকালে এক পাণ্ডবের অনুচর॥
করিয়া কুক্কুর সঙ্গে যায় পাছে আছে।
উত্তরিল যথায় নিষাদপুত্র আছে॥
মৃত্তিকা পুত্তলি অগ্রে করি যোড়কর।
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুঃশর॥
শব্দ করে কুক্কুর দেখিয়া ব্রহ্মচারী।
চারিভিতে ভ্রমে তারে প্রদক্ষিণ করি॥
কুক্কুরের শব্দে তার ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
ক্রোধে কুক্কুরের মুখে মারে সপ্তবাণ॥
না মরিল কুক্কুর না হৈল ঘা।
অলক্ষিতে কুক্কুরের রুধিলেক রা॥

কবিতা-সংগ্রহ।

কুক্কুর নিস্তব্ধ হৈল মুখে শপ্ত শর।
ততক্ষণে গেল সব কুমারগোচর ॥
কুক্কুরের মুখে শর আশ্চর্য্য দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল অনুচরে বিস্মিত হইয়া ॥
এ হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কভু নাহি শুনি।
বহু শিক্ষা জানি হেন বিদ্যা নাহি জানি ॥
লজ্জায় মলিন হৈল যত ভ্রাতৃগণ।
চল যাই দেখিব বিন্ধিল কোন জন ॥
অনুচর লৈয়া গেল যথা ব্রহ্মচারী।
দেখিল বসিয়া আছে ধনুঃশর ধরি ॥
জিজ্ঞাসিল তুমি হও কোন মহাজন।
কার স্থানে এ বিদ্যা করিলা অধ্যয়ন ॥
ব্রহ্মচারী বলে মম একলব্য নাম।
অস্ত্রশিক্ষা করিলাম দ্রোণ গুরু স্থান ॥
শুনিয়া বিস্ময় মানে যতেক কুমার।
অর্জ্জুন শুনিয়া চিন্তা করেন অপার ॥
মৃগয়া সম্বরি তবে যত ভ্রাতৃগণ।
দ্রোণ স্থানে করিলেন সব নিবেদন ॥
কুমারের বাক্যে দ্রোণ মানিয়া বিস্ময়।
ক্ষণেক নিঃশব্দে চিন্তা করয়ে হৃদয় ॥
অর্জ্জুনেরে বলেন সে আছে কোন স্থানে।
শীঘ্রগতি চল তথা যাব দুই জনে ॥
দ্রোণ আর অর্জ্জুন করিলেন গমন।
দ্রোণে দেখি আস্তে ব্যস্তে নিষাদনন্দন ॥

দূরে থাকি ভূমে লুঠি প্রণাম করিল।
কৃতাঞ্জলি করিয়া অগ্রেতে দাণ্ডাইল॥
নিষাদনন্দন বলে মধুর বচন।
আজ্ঞা কর গুরু হেথা কোন প্রয়োজন॥
দ্রোণ বলিলেন যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরুদক্ষিণা আমারে আজি দেও॥
একলব্য বলে প্রভু মম ভাগ্যবশে।
কৃপা করি আপনি আইলা এই দেশে॥
এ দ্রব্য সে দ্রব্য নাহি করিহ বিচার।
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু-অধিকার॥
যে কিছু মাগিবা প্রভু সকলি তোমার।
আজ্ঞা কর গুরু করিলাম অঙ্গীকার॥
দ্রোণ বলিলেন যদি আমারে তুষিবা।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলি গোটা দিবা॥
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি গোটা দিল।
গুরুর আজ্ঞায় সে বিলম্ব না করিল॥

কাশীদাস।

বুদ্ধি-কৌশল।

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক শুন নরপতি।
বনেতে শৃগাল বৈসে বিজ্ঞ সর্ব্বনীতি॥
সিংহ ব্যাঘ্র নকুল মূষিক ও শৃগাল।
পঞ্চজন সখা বনে আছে চিরকাল॥

এক দিন বনে চরে একটী হরিণ।
অতিশয় মাংস তায় আছয়ে প্রবীণ॥
শৃগাল দেখিয়া বনে মৃগের ঈশ্বরে।
কহিলেন সিংহ তারে নারে ধরিবারে॥
শৃগাল বলিল তবে শুন সখাগণ।
ধরিব হরিণ শুন আমার বচন॥
বলিতে সমর্থ কেহ নহিবে তাহার।
মূষিক হইতে তারে করিব সংহার॥
শ্রান্ত আছে হরিণ শুইবে কোন স্থান।
ধীরে মূষা তথা তুমি করহ প্রয়াণ॥
দূরে থাকি যাবে তথা করিয়া সুড়ঙ্গ।
নিঃশব্দেতে যাবে যেন না জানে কুরঙ্গ॥
সুড়ঙ্গ ফুকরে তার চরণ যথায়।
কাটিবা পদের শির করিয়া উপায়॥
পদ শির কাটা গেল অশক্ত হইবে।
অবহেলে সিংহ তারে অবশ্য ধরিবে॥
এত শুনি সম্মত হইল সর্ব্বজন।
যে বলিল জম্বুক করিল ততক্ষণ॥
কাটা গেল পদ শির মূষিক দংশনে।
হীনশক্তি দেখি সিংহ ধরিল তখনে॥
হরিণ পড়িল সবে হরিষ বিধান।
শৃগাল আপন চিত্তে করে অনুমান॥
আমি বুদ্ধি বলে মৃগে করিলাম হত।
সিংহ ব্যাঘ্র খাইলে মাংস আমি পাব কত

সকল খাইতে মাংস করিব উপায়।
প্রযত্ন করিলে পাছে যে হয় সে হয়॥
ইহা ভাবি শৃগাল করিয়া যোড় কর।
নীতি বুঝাইয়া কহে সবার গোচর॥
দেখ দৈব যোগে আজি পড়িল হরিণ।
মাংস শ্রাদ্ধ করি আজি পিতৃলোক দিন
স্নান করি শুচি হৈয়া সবে আইস গিয়া।
ততক্ষণ মৃগ আমি রাখিব জাগিয়া॥
বুদ্ধিমন্ত শৃগালের যুক্তি অনুসারে।
ততক্ষণে গেল সব স্নান করিবারে॥
সবাহৈতে শ্রেষ্ঠ সিংহ বলিষ্ঠ বিশেষে।
গিয়া স্নান করি আইল চক্ষুর নিমেষে॥
স্নান করি আসি সিংহ দেখয়ে জম্বুকে।
অত্যন্ত বিরলে বসি আছে হেট মুখে॥
সিংহ বলে সখা কেন বিরস বদন।
স্নান করি আইস মাংস করিব ভক্ষণ॥
শৃগাল কহিছে সখা কি কহিব কথা।
মূষিকের বচনে জন্মিল বড় ব্যথা॥
যখন আপনি গেলা স্নান করিবারে।
কুবচন বলে যে কহিতে আপনারে॥
মহাবলী সিংহ বলি বলে সর্ব্বজন।
আমি মারিলাম মৃগ করিতে ভক্ষণ॥
সিংহ বলে হেন বাক্য সহে কোন জন।
কোন ছার মুষা হেন বলিবে বচন॥

না খাইব মাংস আমি খাউক আপনি।
নিজ বীর্য্য বলে মৃগ ধরিব এখনি॥
হেন বাক্য বলে তার মুখ না চাহিব।
আপন অর্জ্জিত বস্তু আপনি খাইব॥
এত বলি গেল সিংহ গহন কাননে।
স্নান করি ব্যাঘ্র তবে আইল সে স্থানে॥
আস্তে ব্যস্তে কহে শিবা কহ প্রাণ-সখা।
ভাগ্যেতে তোমারে সিংহ না পাইল দেখা॥
ভাগ্যেতে তোমাতে ক্রোধ হইয়াছে তার।
নাহি জানি কি কহিল কিবা সমাচার॥
এখনি গেলেন তেঁহো তোমা ধরিবারে।
আমারে বলিল তুমি না বলিহ তারে॥
চিরকাল সখা তুমি না বলি কেমনে।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা লয় মনে॥
এতেক শুনিয়া ব্যাঘ্র শৃগাল বচন।
হৃদয়ে বিস্মিত হৈয়া ভাবে মনে মন॥
নাহি জানি কোন দোষ করিলাম তায়।
কুপিয়াছে পাছে না বুঝি বা অভিপ্রায়॥
এথায় থাকিলে হবে দেখি যে প্রমাদ।
স্থান তেয়াগিয়া যাব কি কায বিবাদ॥
এত বলি ব্যাঘ্র প্রবেশিল ঘোর বনে।
কতক্ষণে মূষিক আইল সেই বনে॥
মূষিক দেখিয়া শিবা যুড়িল ক্রন্দন।
আইসহ সখা তোমা করি আলিঙ্গন॥

সখা হেন নকুলের হইল কুমতি।
ছাড়িতে নারিল পূর্ব্ব আপন কুমতি॥
আচম্বিতে সর্প সঙ্গে হইল তার দেখা।
যুদ্ধে হারি তার সঙ্গে হৈল তার সখা॥
স্নানকরি এস্থানে আইল দুই জন।
সর্পে না দিলাম মাংস করিতে ভক্ষণ॥
পঞ্চ জন মিলিয়া যে মারিলাম মৃগী।
এখন নকুল আনে আর এক ভাগী॥
সখা না পাইলে ভাগ নকুল কুপিল।
তোমারে ধরিয়া খাইতে নকুল বলিল॥
দুইজন মেলি গেল তোমা যুঝিবারে।
এগা আইলে ধরিহ বলিয়া গেল মোরে॥
এত শুনি মূষিকের উড়িল পরাণ।
অতি শীঘ্র পলাইয়া গেল অন্য স্থান॥
হেন কালে নকুল আসিয়া উপনীত।
ক্রোধে শিবা কহে তারে সময় উচিত॥
সিংহ আদি তিন জন করিল সমর।
হারিয়া আমারে যুদ্ধে গেল বনান্তর॥
তোর শক্তি থাকিলে আসিয়া কর রণ।
নহিলে পলাহ তুমি লইয়া জীবন॥
সহজে নকুল ক্ষুদ্র শিবা বলবান।
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল অন্য স্থান॥
হেনমতে চারি বুদ্ধি চারি জনে কৈল।
যুদ্ধে সবা জিনি মৃগ আপনি খাইল

কাশীদাস।

পাশাখেলার পরে পাণ্ডবদের অপমান।

দুর্য্যোধন বলিলেন উত্তম কহিলে।
আজ্ঞা দিলা যুধিষ্ঠিরে লহ সভাতলে॥
দাস হইতে দাস স্থানে যাকু * পঞ্চজন।
সবাকার কাড়ি লও বস্ত্র আভরণ॥
আজ্ঞামাত্র ততক্ষণে যত ভৃত্যগণ।
উঠ উঠ বলি কহে কর্কশ বচন॥
কোন লাজে রাজাসনে আছহ বসিয়া।
আপনার যোগ্য স্থানে সবে বৈস গিয়া॥
দুঃশাসন উঠাইল ধর্ম্মে করে ধরি।
চল চল বলি ডাকে পৃষ্ঠে ঢেকামারি॥
ক্রোধেতে ধর্ম্মের পুত্র কম্পে কলেবর।
চক্ষু রক্তবর্ণ বারি বহে ঝর ঝর॥
বিপরীত মনহীন দেখি যুধিষ্ঠির।
ক্রোধে থর থর কম্পবান ভীম বীর॥
পরিধান আভরণে উপস্থিত ছিল।
পঞ্চ ভাই আপনা আপনি সব দিল॥
সভাত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধূলাসনে।
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চ জনে॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মতি।
ডাকিয়া বলিলা পরে বিদুরের প্রতি॥

---

* যাকু—যাউক।

উঠ উঠ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে যাও চলি।
আপনি আইস হেথা লইয়া পাঞ্চালী॥
অন্তঃপুরে আছয়ে যতেক দাসীগণ।
তা সকল সহিতে করুক দাসীপণ॥ *
এত শুনি বিদুর কম্পিত কলেবর।
ক্রোধ মুখে দুর্য্যোধনে করিলা উত্তর॥
মন্দবুদ্ধি মতিচ্ছন্ন না বুঝিস্ আশু।
ব্যাঘ্রেরে করালি ক্রোধ হয়ে মৃগ শিশু॥
বিষ সংহারিয়া বসিয়াছে বিষধর।
অঙ্গুলি না পূর তার মুখের ভিতর॥
কিমতে হইলি তুই এমত কুভাষী।
পাণ্ডবের গৃহিণী হইবে তোর দাসী॥
ইহাতে কুবুদ্ধি অন্ধ হৃষ্ট হইয়াছে।
লোভেতে হইল ছন্ন নাহি দেখে পাছে॥
নিকটে আইলে মৃত্যু কে করে বারণ।
ফুল ধরি যেন বেণু বৃক্ষের মরণ॥ +
শুকাইলে খণ্ডে অস্ত্রাঘাতের বেদন।
বাক্যাঘাত নাহি খণ্ডে যাবত জীবন॥
পাশাতে জিনিয়া বড় আনন্দ হৃদয়।
চিতে কর পাণ্ডবের হৈল অসময়॥
শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে।
তার কি সহায় নাই এই মহাদেশে॥

দাসীবৃত্তি। + বেণু বৃক্ষের—বাঁশ গাছের।

কোথা হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সুজন।
জলেতে পাষাণ নাহি ভাসে কদাচন॥
লাউ নাহি ডুবে কভু জলের ভিতর।
কখন অগতি নহে ধর্ম্মশীল নর॥
পুনঃ পুনঃ কহিলাম আমি হিত বাণী।
না শুনিলে মৃত্যু কাল হৈল হেন জানি॥
পাত্র মিত্র ইষ্টপুত্র সহিতে মজিবি।
আমার এ সব কথা পশ্চাতে ভজিবি॥ *

তবে দুঃশাসনেরে বলেন দুর্য্যোধন।
তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে শীঘ্রগতি আন॥
সভামধ্যে কেশে ধরি আনিবা তাহারে।
নিস্তেজ হয়েছে শত্রু কি আর বিচারে॥
আজ্ঞামাত্রে দুঃশাসন চলিল ত্বরিত।
দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে হৈল উপনীত॥
দ্রৌপদী চাহিয়া ডাকি বলে দুঃশাসন।
চলহ দ্রৌপদী আজ্ঞা করিলা রাজন॥
দুঃশাসন দুষ্টবুদ্ধি দেখি গুণবতী।
সক্রোধ বদন আর বিকৃতি আকৃতি॥
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থর থর।
শীঘ্রগতি উঠি গেলা ঘরের ভিতর॥
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী লুকাইলা তায়।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পিছে পিছে ধায়॥

---

* ভজিবি—মান্য করিবি।

গৃহদ্বারে কুন্তী দেবী ভুজ পসারিয়া।
সবিনয় বলিলেন তারে রহাইয়া॥
কহ দুঃশাসন এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ না বুঝি চরিত॥
কুলবধূ লয়ে যাবা মধ্যেতে সভার।
কুলের কলঙ্ক ভয় না হয় তোমার॥
শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জ্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া॥
অচেতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে॥
কেশ ধরি লয়ে গেল পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে কি না লাগে॥
মণ্ডুক বিকল যেন ভুজঙ্গের মুখে।
ছট ফট করিলেন ছাড় ছাড় ডাকে॥
কৃষ্ণার রোদন শুনি দুঃশাসন হাসে।
পুনঃ আকর্ষিয়া দুষ্ট টান দিল কেশে॥
ঝাঁকারিয়া বলে লয়ে গেল সভাস্থল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দি কৃষ্ণা হইলা বিকল॥
উপুড় হইয়া যান ভূমি ধরিবারে।
কুরু সভাসদ্ প্রতি কহেন কাতরে॥
বড় বড় জন দেখি [illegible] সভাময়।
হেন জন নাহি দেখি এক কথা কয়॥
এসব দুর্ব্বুদ্ধি নাহি করে নিবারণ।
চিত্র পুত্তলিকা মত আছে সভাজন॥

এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখ আছয়ে সভাতে।
ধার্ম্মিক এ দুই বড় খ্যাত পৃথিবীতে॥
স্বধর্ম্ম ছাড়িল এরা হেন লয় মনে।
এত দুঃখ মম কেহ না দেখে নয়নে॥
বাহ্লীক বিদুর ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
ধর্ম্মশীল জানি সবে অতুল মহত্ত্ব॥
কুরু সব সাথে ভ্রষ্ট হইল নিশ্চয়।
এক জন কেহ এক ভাষা নাহি কয়॥
এত বলি কান্দিলেন সজল নয়নে।
কাতরা হইয়া চান স্বামিমুখ পানে॥
দ্রৌপদী কাতরা দেখি জ্বলে পঞ্চজন।
ঘৃতযোগে যেই রূপ জ্বলে হুতাশন॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকল হারিল।
তিলমাত্র তাহা তারা মনে না করিল॥
দ্রৌপদী কাতর মুখ দেখিয়া নয়নে।
কুম্ভকার শাল * যেন পোড়ে মনাগুণে॥
দুঃশাসন টানে যবে কৃষ্ণারে আকর্ষি।
পরিহাস করে কেহ বলে আন দাসী।
দুঃশাসন সাধু বলে রাধেয় † শকুনি।
নয়নের জলধারা দ্রুপদনন্দিনী॥
দ্রৌপদীর অপমানে হইয়া অস্থির।
যুধিষ্ঠিরে বলিলেন বৃকোদর বীর॥

---

* কুম্ভকার শাল—কুমারের পোন, হাঁড়ি পোড়াইবার অগ্নিগৃহ।
† রাধেয়—কর্ণ।

ওহে মহারাজ কভু দেখেছ নয়নে।
আপনার ভার্য্যাকে হেরেছে কোন জনে॥
রাজ্য দেশ ধন জন হারিলা যতেক।
ইহাতে তোমায়ে ক্রোধ না করি তিলেক॥
আমা সহ সকল তোমার অধিকার।
যাহা ইচ্ছা কর ব্যর্থ নারি করিবার॥
এই সে শরীরে তাপ সম্বরিতে নারি।
পশ্চাতে করিলা পণ কৃষ্ণা হেন নারী॥
তব কৃত কর্ম্ম রাজা দেখহ নয়নে।
দ্রৌপদীরে অপমান করে হীন জনে॥
সকল অনর্থ হেতু তুমিই অবোধ।
ক্ষুদ্র লোকে কহে ভায়া নাহি কিছু বোধ॥
পার্থ বলিলেন ভাই কি বোল বলিলে।
কহ নাহি নৃপে হেন ভাষা কোন কালে॥
আজি কেন কটূত্তর বলিলে রাজায়।
তব মুখে হেন বাক্য শোভা নাহি পায়॥
সদাই শত্রুর ভাই এই সে কামনা।
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হউক পঞ্চজনা॥
শত্রুর কামনা পূর্ণ কর কি কারণ।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাজে না কর হেলন॥
রাজারে বলিলে হেন কি দোষ দেখিয়া।
দ্যূত আরম্ভিল শত্রু কপটে ডাকিয়া॥
আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যূত।
আহ্বান না মানিলে হতেন ধর্ম্মচ্যুত॥

ভীম বলিলেন ভাই না বলিবা আর।
হীন জন প্রভুত্ব না পারি সহিবার॥
ঈশ্বর বিনা অন্য চিত্ত না হয় আমার।
দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার॥
ক্ষুদ্রের প্রভুত্ব এত দেখিয়া নয়নে।
এই ভুজ রাখিবার কোন্ প্রয়োজনে॥
যাও সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নিমধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া॥
এই রূপে পঞ্চ ভাই তাপিত অন্তর।
দুঃখের অনল লাগি দহে কলেবর॥

কাশীদাস।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী সম্বাদ।

একদিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাবে॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন॥
কঠিন হৃদয় তার লোহাতে গঠিল।
তিলমাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল।
তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি।
সহনে না যায় মোর সন্তাপিত মতি॥
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী সহিতে থাকে তপস্বীর বেশে।

এই তব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান।
ইহা সবা প্রতি নাহি কর অবধান॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বসা আমি দ্রুপদনন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্মায়।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয়॥
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি নাহি হেন জন।
তোমাতে না হয় রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ॥
সময়েতে যেই লোক তেজ নাহি করে।
হীনজন বলি রাজা তাহারে প্রহারে॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি।
এইরূপ উপদেশ দিলা পৌত্র প্রতি॥
সদা ক্ষমী না হইবে সদা তেজোবন্ত।
সদা ক্ষমা করে তার দুঃখের নাহি অন্ত॥
শত্রুর আছুক কার্য্য মিত্র নাহি মানে।
অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে॥
দোষমত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে।
মহাক্লেশ পায় যে সর্ব্বদা ক্ষমা করে॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
উত্তর করিলা তাঁরে ধর্ম্ম শাস্ত্র নীতি॥
ক্রোধ সম পাপ দেবী না আছে সংসারে
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হৈলে বলে॥

আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি॥
এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধ যে লোক তাকে সর্ব্বলোকে পূজে॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥
কৃষ্ণা বলিলেন বিধিপদে নমস্কার।
যেই জন হেন রূপ কৰিল সংসার॥
সেই জন যাহা করে সেই মত হয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কিছুই সাধ্য নয়॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম বিধিমতে তুমি আচরিলা।
ঈশ্বর উদ্দেশে তুমি জীবন সঁপিলা॥
তথাপি বিধাতা তব কৈল হেন গতি।
ধর্ম্ম হেতু পঞ্চ ভাই পাইলা দুর্গতি॥
ধর্ম্ম হেতু সব ত্যজি আইলা বনেতে।
চারি ভাই আমাকেও পারিবা ত্যজিতে॥
তথাপিও ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবা রাজন।
কায়ার সহিতে যেন ছায়ার গমন॥
যেই জন ধর্ম্ম রাখে তারে ধর্ম্ম রাখে।
না করি সন্দেহ শুনিয়াছি গুরুমুখে॥
তোমাকে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণে।
এইত বিস্ময় খেদ হয় মম মনে॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্ব ক্ষিতীশের স্থানে নাহি অহঙ্কার॥

শ্রেষ্ঠ জন হীন জন দেখহ সমান।
সহাস্য বদনে সদা কর নানা দান॥
অসংখ্য অসংখ্য লোক স্বর্ণপাত্রে খায়।
আমি করি পরিচর্য্যা স্বহস্তে সবায়॥
দীনেরে সুবর্ণ দান করি আজ্ঞা মাত্রে।
তুমি এবে বনফল ভুঞ্জ বনপত্রে॥
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে॥
এখন সে সব ধর্ম্ম পালিবা কেমনে।
রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে॥
ধিক্ বিধাতায় এই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল অধর্ম্ম॥
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন উত্তম কহিলা।
কেবল করিলা দোষ ধর্ম্মেরে নিন্দিলা॥
আমি যত কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
সমর্পণ করি সব ঈশ্বরের ঠাঁই॥
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফল লোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
পরিণামে পড়ে সেই নরক দুস্তরে॥
দেখ এ সংসার সিন্ধু ঊর্মি কত তায়।
হেলে [illegible] [illegible] নৌকায়॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে।
ঈশ্বরেরে সমর্পিলে অনায়াসে তরে ॥
শিশু হয়ে ধর্ম্ম আচরয়ে যেই জন।
বৃদ্ধের ভিতরে তারে করয়ে গণন ॥
আমারে বলিলা তুমি সদা কর ধর্ম্ম।
আজন্ম আমার দেখি সহজ এ কর্ম্ম ॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব গেলা যেই পথে।
মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে ॥
তুমি বল বনে ধর্ম্ম করিবা কেমনে।
যথাশক্তি তথা আমি করিব কাননে ॥
অন্য পাপে প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে তার।
ধর্ম্মেরে নিন্দিলে কভু নাহি প্রতিকার ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা ধাতা যেই সবার ঈশ্বর।
তাঁহার সৃজন এই যত চরাচর ॥
কীট অণুকীট সম মোরা কোন্ ছার।
নিন্দিব কেমনে বল সেই পরাৎপর ॥

কাশীদাস।

উত্তরের নিকট অর্জ্জুনের পরিচয়।

ভূমিঞ্জয়* কহিলেন ধনঞ্জয় প্রতি।
রথ চালাইয়া তুমি দাও শীঘ্রগতি ॥
যথায় কৌরব সৈন্য করহ গমন।
সাক্ষাতে দেখিবা আজি তাদের মরণ ॥

---

* ভূমিঞ্জয়—রাজপুত্র উত্তর।

এত গর্ব্ব হইল হরিল মম গরু।
তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুরু॥
পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর কয়।
হাসি রথ চালাইলা বীর ধনঞ্জয়॥
আকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুরুসৈন্য পাশে॥
দূরে থাকি উত্তর অর্জ্জুন প্রতি বলে।
কেমনে চালাও রথ কোথায় আনিলে॥
তথায় লইবা রথ যথায় গোধন।
সমুদ্রের মধ্যেতে আনিলা কি কারণ॥
পর্ব্বত প্রমাণ উঠে লহরী হিল্লোল।
কর্ণেতে না শুনি কিছু পূরিল কল্লোল॥
নৌকা বৃন্দ দেখিয়া ব্যাকুল হৈল চিত্ত।
কলরব জলজন্তু করে অপ্রমিত॥
হাসিয়া অর্জ্জুন তবে বলিলেন তায়।
সমুদ্র প্রমাণ কুরুসৈন্য দেখা যায়॥
ধবল আকার যত দেখহ কুমার।
জল নহে এই সব গোধন তোমার॥
নৌকাবৃন্দ নহে সব মাতঙ্গ মণ্ডল।
না হয় লহরী রথ পতাকা সকল॥
সৈন্য কোলাহল শব্দ সিন্ধুগর্জ্জ প্রায়।
কৌরবের সৈন্য এই জানাই তোমায়॥
উত্তর বলিল মোর মনে নাহি লয়।
নাহি জান বৃহন্নলা সমুদ্র নিশ্চয়॥

সমুদ্র না হয় যদি হবে সৈন্যগণ।
এ সৈন্য সহিত তবে কে করিবে রণ॥
এত সৈন্য বলি মোর নাহি ছিল জ্ঞান।
জন কত লোক বলি ছিল অনুমান॥
মহা মহা রথিগণ দেখি লাগে ভয়।
পৃথিবীর ক্ষত্র যার নামে ধ্বংস হয়॥
কুবুদ্ধি লাগিল মোরে হইনু অজ্ঞান।
তেঁই কুরুসৈন্য মধ্যে করিনু প্রয়াণ॥
যুদ্ধের আছুক কায দেখি ছন্ন হৈনু।*
ছাড়িল শরীরে প্রাণ তোমারে কহিনু॥
ত্রিগর্ত্তের সহ রণে পিতা মোর গেল।
এক মাত্র পদাতিক পুরে না রাখিল॥
একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে।
মোর কিবা শক্তি কুরুরাজ সহ রণে॥
কহ বৃহন্নলা কি তোমার মনে আসে।
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে॥
শীঘ্র রথ বাহড়াহ† পাছে কুরু দেখে।
ধেনু হেতু মিথ্যা কেন মরিবে বিপাকে॥
উত্তরের বচনে কহিলা ধনঞ্জয়।
শত্রু দেখি কি হেতু এতেক তব ভয়॥
কৃষ্ণবর্ণ হৈল মুখ শীর্ণ হৈল অঙ্গ।
জিহ্বাতে পড়িল ধুলি কম্পে কর জঙ্ঘ॥

---

* ছন্ন—মতিচ্ছন্ন।
† বাহড়াহ—ফিরাও।

কহিলা যে রথ বাহড়াহ শীঘ্রগতি।
চিত্তে না করিবা আমি এমন সারথি॥
না করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বাহড়াব কেনে।
পূর্ব্বে কহিয়াছি বুঝি তাহা নাহি মনে॥
উত্তর বলিল কি বলহ বৃহন্নলা।
মহাসিন্ধু পার হৈতে বান্ধ তৃণ ভেলা॥
অগ্নির কি করিবেক পতঙ্গের গতি।
মত্ত গজ আগে কোথা শশকের মতি॥
মৃত্যুসহ বিবাদে বাঁচিবে কোন্ জন।
দেখি ফণিমুখে হস্ত দিব কি কারণ॥
জীবন থাকিলে সব পাব পুনর্ব্বার।
গাম্ভীরত্ব নিক্* লোক হাস্থক্ সংসার॥
নারীগণ হাস্থক্ হাস্থক্ বীরগণ।
ঘরে যাব যুদ্ধে মোর নাহি প্রয়োজন॥
সমানের সহিত করিবে ক্ষত্র রণ।
লজ্জা নাহি বলবানে দেখি পলায়ন॥
মোর বোলে যদি তুমি না ফিরাও রথ।
পদব্রজে চলিয়া যাইব আমি পথ॥
এত বলি ফেলাইয়া দিল শর চাপ।
রথ হৈতে ভূমিতে পড়িল দিয়া লাফ॥
শীঘ্রগতি চলি যায় নিজ রাজ্যমুখে।
রহ রহ বলিয়া ডাকেন পার্থ তাকে॥

---

* নিক—নড়ক।

হেন অপকীর্ত্তি করি জীয়া কোন্ ফল।
এত বলি আপনি নামেন ভূমিতল॥
পলায় উত্তর ধনঞ্জয় যায় পাছে।
শত পদ অন্তরে ধরিলা গিয়া কাছে॥
আর্ত্ত হয়ে উত্তর বলিছে গদ গদ।
নাহি মার বৃহন্নলা ধরি তব পদ॥
এবার লইয়া যদি যাও মোরে ঘর।
নানা রত্ন তবে আমি দিব বহুতর॥
আশ্বাসিয়া অর্জ্জুন করেন সচেতন।
না করিবা ভয় শুন আমার বচন॥
যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে।
সারথি হইয়া রথে বৈস মম সনে॥
রথী হয়ে দেখ আজি করিব সমর।
যত যোদ্ধাগণেরে পাঠাব যমঘর॥
যত তব গোধন লইব ছাড়াইয়ে।
কেবল থাকহ তুমি রথযন্তা হয়ে॥
ক্ষত্র হয়ে কেন তব রণে মৃত্যুভয়।
না করিবা রণভয় ত্যজহ সংশয়॥
এত বলি ধরিয়া তোলেন রথোপরে।
বোধ নাহি উত্তরের কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
চালাইলা তখন সে স্যন্দন অর্জ্জুন।
শমীবৃক্ষ যথা আছে অস্ত্র ধনু তূণ॥
উত্তরে বলেন তুমি যুদ্ধযোগ্য নহ।
এই দীর্ঘ শমীবৃক্ষ উপরে আরোহ॥

ধনুশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আছয়ে বৃক্ষোপরে।
দিব্য যোগ্য তূণ আছে পরিপূর্ণ শরে॥
বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষ হৈতে নামাইয়া আনহ সত্বর॥
শুনিয়া বিরাটপুত্র করিল উত্তর।
কিমতে চড়িব এই গাছের উপর॥
শুনিয়াছি এই গাছে শব বান্ধা আছে।
রাজপুত্র কেমনে চড়িব গিয়া গাছে॥
পার্থ বলিলেন শব নহে উপরেতে।
পাপ কর্ম্ম কেন আমি বলিব করিতে॥
শব বলি যে থুইল কপট বচন।
শব নহে আছে এতে ধনু অস্ত্রগণ॥
এত শুনি উত্তর চড়িল সেইক্ষণ।
ছাড়াইল যত ছিল বস্ত্র আচ্ছাদন॥
অর্ক চন্দ্র প্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত।
সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শত শত॥
ব্যস্ত হইয়া উত্তর জিজ্ঞাসে ধনঞ্জয়।
ধনু অস্ত্র কোথা হেথা দেখি সর্পময়॥
দেখিয়া অদ্ভুত মোর কম্পয়ে হৃদয়।
ছোঁবার আছুক কায দেখি লাগে ভয়॥
পার্থ বলিলেন সর্প নহে অস্ত্রগণ।
এখানে রাখিয়া গেল পাণ্ডুর নন্দন॥
এ কথা বলিলা যদি বীর ধনঞ্জয়।
তথ্য না মানিল মূঢ় বিরাটতনয়॥

পুনঃ জিজ্ঞাসিল সত্য কহ বৃহন্নলা।
ধনু অস্ত্র রাখিয়া তাঁহারা কোথা গেলা॥
শুনিয়াছি পাশাতে হারিলা রাজ্য ধন।
প্রবেশিলা কৃষ্ণাসহ বনে ছয় জন॥
হেথায় কি মতে অস্ত্র রাখিলা পাণ্ডব।
তুমি জ্ঞাত হইলা কি হেতু এত সব॥
হাসিয়া বলেন পার্থ আমি ধনঞ্জয়।
উত্তর বলিল মোর মনে নাহি লয়॥
তুহি যদি ধনঞ্জয় কোথা যুধিষ্ঠির।
কোথা মহা বলবান্ বৃকোদর বীর॥
সহদেব নকুল দ্রুপদরাজসুতা।
সত্য যদি অর্জ্জুন কহিবা তাঁরা কোথা॥
হাসিয়া বলেন পার্থ শুনহ উত্তর।
কঙ্ক নামে সভাসদ্ ধর্ম্ম নৃপবর॥
বল্লভ নামেতে যেই তব সুপকার।
সেই বৃকোদর বীর অগ্রজ আমার॥
সৈরিন্ধ্রী রূপিণী কৃষ্ণা শুন নৃপবাল।
গ্রন্থিক নকুল সহদেব তন্ত্রিপাল॥
এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে॥
হে বীর কমল চক্ষে কর পরিহার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার॥
বড় ভাগ্য আমার পিতার কর্ম্মফলে।
শরণ লইনু আমি তব পদতলে॥

অর্জ্জুন বলেন প্রীত হৈলাম তোমারে।
ধনু অস্ত্র লয়ে তুমি আইস সত্বরে॥
কুরুগণ জিনিয়া গোধন তব দিব।
মহা আর্ত্ত আজি কুরু সৈন্যেরে করিব॥

কাশীদাস

ভীষ্মবধের উপায় নিরূপণ।

রণসজ্জা ত্যাগ করি বসি যোদ্ধাগণ।
কৃষ্ণ প্রতি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীষ্মশরে পরাজিত যত বীরগণ।
মাতঙ্গ যেমন ভাঙ্গে কদলীর বন॥
বায়ুর সাহায্যে যেন অনল উথলে।
পিতামহ বিক্রম তেমন রণস্থলে॥
আমাদের কুবুদ্ধিতে করিলাম কর্ম্ম।
প্রবৃত্তি হইল যুদ্ধে না বুঝিয়া মর্ম্ম॥
অনলে পতঙ্গ পড়ি যেন পুড়ে মরে।
সেই মত মম সৈন্য পড়িল সমরে॥
প্রহারে পীড়িত হৈল সব সৈন্যগণ।
যুদ্ধে কার্য্য নাহি মম পুনঃ যাই বন॥
আজ্ঞা দেও শ্রীকৃষ্ণ শোভন নহে রণ।
তপস্যা করিব গিয়া ভাই পঞ্চ জন॥
যুধিষ্ঠির রাজার শুনিয়া হেন বাণী।
কহিলা সান্ত্বনা বাক্য তাহে যদুমণি॥

কভু মিথ্যা না কহেন ভীষ্ম মহামতি।
তাঁহার নিকটে রাজা চল শীঘ্রগতি॥
ইচ্ছায় তাঁহার মৃত্যু সর্ব্বলোকে জানে।
জিজ্ঞাসিব সে উপায় ভীষ্ম বিদ্যমানে॥
এই যুক্তি কহিলেন কৃষ্ণ মহামতি।
অঙ্গীকার করিলেন ধর্ম্ম নরপতি॥

বাসুদেব সহিতে পাণ্ডব পঞ্চবীর।
সবে মিলি চলিলেন ভীষ্মের শিবির॥
সমাদরে সবারে লইয়া কুরুপতি।
বসাইলা দিব্যাসনে অতি শীঘ্রগতি॥
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসেন ভীষ্ম বীরবর।
রজনীতে কি হেতু আইলা নরেশ্বর॥
যে কার্য্য তোমার থাকে বল ধর্ম্মরাজ।
দুষ্কর হইলে তব করিব সে কাজ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া প্রণতি।
মম দুঃখ অবধান কর মহামতি॥
পঞ্চগ্রাম মাগিলাম সবার সাক্ষাতে।
এক গ্রাম আমাকে না দিল কুরুনাথে॥
কারু বাক্য না মানিয়া যুদ্ধ করে পণ।
নয় দিন হইল তোমার সহ রণ॥
তোমাকে দেখিয়া যোদ্ধা সকলে অস্থির।
সাক্ষাত হইয়া যুঝে নাহি হেন বীর॥
তূণ হৈতে বাণ লয়ে সন্ধান করিতে।
তুমি শীঘ্রহস্ত না পারি লক্ষিতে॥

হেন রূপ যদ্যপি করিবা তুমি রণ।
আজ্ঞা কর পঞ্চ ভাই পুনঃ যাই বন॥
তোমার কারণে সৈন্য হইল সংহার।
তোমাকে জিনিতে পারে শক্তি আছে কার॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন॥
ধর্ম্ম অনুসারে জয় ঈশ্বর বচন।
শত ভীষ্ম হইলেও না হবে খণ্ডন॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন করিয়া বিনয়।
তোমার বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়॥
কিন্তু তুমি যদি কর এরূপ সংহার।
তবে জয় কোন মতে না হবে আমার॥
সেই হেতু শরণ লইনু তব পায়।
কি উপায়ে নিজ মৃত্যু বল মহাশয়॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদাসাগর।
পাণ্ডবে কাতর দেখি করিলা উত্তর॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের কুমার।
ভুবনে বিদিত আছে বিক্রম আমার॥
সশস্ত্র যদ্যপি থাকি সংগ্রাম মাঝারে।
কোন বীর শক্তি নাহি জিনিতে আমারে॥
যাবত থাকিব আমি সংগ্রাম ভিতর।
করিব কৌরব কার্য্য শুন নরবর॥
তবে কিন্তু তোমাদের না হইবে জয়।
এ কারণে নিজ মৃত্যু কহিব নিশ্চয়॥

আমাকে মারিলে তুমি হইবা নির্ভয়।
মারিবা কৌরব সৈন্য পাইবা বিজয়॥
আমার প্রতিজ্ঞা যাহা শুনহ রাজন।
নীচ জনে অস্ত্র নাহি মারিব কখন॥
পুরুষ নির্ব্বল কিম্বা হয় হীন তন্ত্র।
কাতর জনেরে কভু নাহি মারি অস্ত্র॥
সমর ত্যজিয়া যেবা ভয়ে পলায়িত।
তাহাকে না মারি অস্ত্র আমি কদাচিত॥
স্ত্রীজাতি দেখিলে পরে অস্ত্র পরিহরি।
নারী নামে নামী জনে হত্যা নাহি করি॥
অমঙ্গল দেখিলে না করি আমি রণ।
কহিলাম তোমাকে আমার যুদ্ধপণ॥
দ্রুপদের পুত্র যে শিখণ্ডী নাম ধরে।
মহাবল পরাক্রম তৎপর সমরে॥
পূর্ব্বে নারী আছিল পুরুষ হয় পাছে।
শুনিয়াছি দৈবের বিপাকে হেন আছে॥
অমঙ্গল ধ্বজা সেই হয় নারী জাতি।
তাহাকে রাখিও রণে অর্জ্জুনের সাতি *॥
শিখণ্ডীকে অগ্রে করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তীক্ষ্ণ বাণে বিন্ধিবেন মম কলেবর॥
অস্ত্র না ধরিব আমি করিব উপেক্ষা।
আমাকে মারিবে পার্থ হবে সব রক্ষা॥

---

* সাতী—সঙ্গী।

আমাকে মারিয়া জয় কর দুর্য্যোধনে।
এই মত উদ্‌যোগ করিবা কল্য রণে॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির ভীষ্ম মহাবীরে।
বাসুদেব সঙ্গে যান আপন শিবিরে॥

কাশীদাস।

ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ।

দুর্য্যোধন মৃত্যু কথা, সঞ্জয় কহিলা তথা,
ধৃতরাষ্ট্র শুনিলা প্রভাতে।
যেন হৈল বজ্রাঘাত, আকাশের চন্দ্রপাত,
কর্ণ যেন রুদ্ধ হৈল বাতে॥ *
পুত্রশোকে নরপতি, বিহ্বলে পড়িয়া ক্ষিতি,
নয়নে গলয়ে জলধার।
বায়ুভগ্ন যেন তরু, শোক হৈল অতি গুরু,
পড়িয়া করয়ে হাহাকার॥
বিধি কৈল হেন দশা, মনে ছিল যত আশা,
দূর হৈল দৈবের ঘটন।
শত পুত্র বিনাশিল, এক জন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ॥
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
শোকে মোর না রহে শরীর।
আমাকে সঞ্জয় কহ, কোথা তার পিতামহ,
কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর॥

---

* বাতে—বায়ুতে।

এত বলি কুরুপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
দুই চক্ষু ভাসে জলধারে।
যতেক দুঃসহ শূল, নাহি শোক সমতুল,
এত শোক কে সহিতে পারে॥
আর্ত্তনাদ করি বীর, ভূমিতে লোটায় শির,
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন করি।
শূন্য হৈল রাজপাট, মাণিক্য মন্দির খাট,
কোথা গেল কুরু অধিকারী॥
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক, পড়িল অমাত্য লোক,
মরিল সুহৃদ্ বন্ধু জন।
করপুটে ভিক্ষা করি হব গিয়া দেশান্তরী,
পৃথিবী করিব পর্য্যটন॥
আমার ললাট তটে, এ লিখন ছিল বটে,
কুরুকুল হবে ছারখার।
সকল পৃথিবী শাসি, ভুঞ্জিয়া বিভব রাশি,
পরিচর্য্যা করিব কাহার॥
হইলাম অতি দীন, যেন পক্ষী পক্ষহীন,
জরাতে হারাই রাজ্যসুখ।
নয়ন বিহীন তনু, যেন তেজোহীন ভানু,
কেমনে সহিব এত দুখ॥
দুর্য্যোধন-বধ-ধ্বনি, দুঃশাসন-মৃত্যু-বাণী,
কর্ণবধ কর্ণে নাহি সয়।
হৈল দ্রোণ-বিনাশন, দগ্ধ হয় মম মন,
মোর বাক্য শুনহ সঞ্জয়॥

পূর্ব্বে করিয়াছি পাপ, সে কারণে পাই তাপ,
বিচারিয়া বল তুমি মোরে।
আপনার কর্ম্মভোগ, সুত বন্ধু বিপ্রয়োগ,
কর্ম্মবন্ধে ভোগ সবে করে॥
শুনহ সঞ্জয় তুমি, ইহা নাহি জানি আমি,
কখন ভীষ্মের পরাজয়।
সে জনে অর্জ্জুন মারে, এ কথা কহিব কারে,
মনে বড় জন্মিল বিস্ময়॥
যার সনে ভৃগুরাম, করি রণ অবিশ্রাম,
প্রশংসা করিয়া গেলা ঘরে।
তাহার হইল নাশ, শুনে মনে পাই ত্রাস,
হে সঞ্জয় কি কহিলা মোরে॥
দ্রোণ মহাবলবান্, পৃথিবী না ধরে টান,
তাহাকে মারিল ধনঞ্জয়।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা, কাটিল কর্ণের মাথা,
অর্জ্জুন করিল কুলক্ষয়॥
আমা হেন দুঃখী জন, নাহি ধরে ত্রিভুবন,
আমার মরণ সমুচিত।
শীঘ্র মোরে লয়ে রণে, দেখাও পাণ্ডবগণে,
আমি সবে মারিব নিশ্চিত॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ, বধিব ভীমের প্রাণ,
পুত্রশোক সহিতে না পারি।
অর্জ্জুনের কাটি মাথা, ঘুচাইব মনোব্যথা,
ধর্ম্মে দিব হস্তিনা নগরী॥

কাশীদাস

গান্ধারীর সহিত কৃষ্ণ ও পাণ্ডবের কথোপকথন।

শুন দেবি গান্ধারি স্মরহ পূর্ব্ব কথা।
সতীর বচন কভু না হয় অন্যথা॥
যাত্রাকালে তোমাকে জিজ্ঞাসে দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে জিনিবে কোন্ জন॥
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে।
জয় পরাজয় কার্ বল মা আমারে॥
তবে তুমি সত্য কথা কহিলা তখন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন॥
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে রহিবে॥
এত যদি বাসুদেব কহিলেন বাণী।
যোড় হাতে বলিলেন অন্ধরাজরাণী॥
যত কিছু মহাশয় বলিলা বচন।
গুরুর বচন সম করিনু গ্রহণ॥
কিন্তু হৃদয়ের তাপ সহিতে না পারি।
এক শত পুত্র মোর গেল যমপুরী॥
এক পুত্রশোক লোক পাসরিতে নারে।
অতএব আছে দুঃখ পাণ্ডুর কুমারে॥
শুন বাছা ভীমসেন আমার বচন।
মারিয়াছ অন্যায় করিয়া দুর্য্যোধন॥

নাভির অধতে নাহি গদার প্রহার।
তবে কেন কর তুমি হেন অবিচার॥
ভয়ে কম্পে ভীমসেন শুনিয়া বচন।
আগু হয়ে যোড় হস্তে কহিলা তখন॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ছিল শুন মাতা কহি।
এ কারণে করিয়াছি ধর্ম্মচ্যুত নহি॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু।
এ কারণে ক্রোধ মম উপজিল গুরু॥
এই হেতু দুই উরু ভাঙ্গিয়া গদায়।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞাধর্ম্ম রাখিলাম তায়॥
শুনিয়া গান্ধারী পুন বলিলা বচন।
কোন্ অপরাধেতে মারিলা দুঃশাসন॥
তুমি তারে মারিয়া করিলে রক্তপান।
বিশেষে কনিষ্ঠ ভাই জ্ঞাতির প্রধান॥
বলিলেন ভীম শুন করি নিবেদন।
দুঃশাসন ছিল মাতা অতি অভাজন॥
দ্রৌপদীর চুলে সেই ধরিল যখন।
করিলাম সভাতে প্রতিজ্ঞা সেইক্ষণ॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গে হয় বড় দোষ।
তেঁই দুঃশাসনে মারি পরিহর রোষ॥
ভার্য্যার শরীর হয় আপন শরীর।
শুন মাতা সেই দুঃখে পিয়েছি * রুধির

* পান করিয়াছি।

প্রতিজ্ঞা রাখিতে রক্ত খাইয়াছি আমি।
অপরাধ ক্ষমা কর এইক্ষণে তুমি॥
সভাতে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে আছিল আমার।
এ কারণে মারি তব শতেক কুমার॥
ভীমের বচন শুনি বলিলেন দেবী।
বিষম পুত্রের শোক মনে মনে ভাবি॥
ভীমসেন শুন তুমি আমার বচন।
পুত্রশোকে আর মোর না রহে জীবন॥
কুপুত্র সুপুত্র হৌক্ মায়ের সমান।
পাসরিতে নাহি পারে মায়ের পরাণ॥
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদায় তারা মরিল সকল॥
শুন ওই বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে।
যাহাদের দেখে নাই কভু সূর্য্য চাঁদে॥
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাদের রূপ রথ রাখে ভানু॥
হেন সব বধূগণ দেখ কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্নকেশ মত্তবেশ দেখ তুমি নেত্রে॥
ঐ দেখ গান করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীর বেশ ধরি।
ঐ দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র ধরি॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥

হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের অবস্থা।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা॥
নানা আভরণে যার তনু সুশোভিত।
সে তনু ধূলায় আজি দেখ যদুসুত॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাইবা কি বলিয়া আমাকে কংসারি॥
পুত্রশোক শেল হেন বাজিছে হৃদয়।
দেখাবার হলে দেখাতাম মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নহে আর এক॥
গর্ভেতে ধরিয়া পরে করয়ে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ॥
এ শোক সহিবে কেবা আছয়ে সংসারে।
বিবরিয়া বাসুদেব কহ দেখি মোরে॥
সহিতে না পারি আমি হৃদয়েতে তাপ।
ভাবিতে উঠয়ে মনে মহামনস্তাপ॥
মহাবলবন্ত মোর শতেক নন্দন।
বুঝাইবা কি দিয়া আমাকে কৃষ্ণ ধন॥
মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে।
চরণ পূজিত যার নৃপতিমণ্ডলে॥
ময়ূরের পাখে যার চামর ব্যজন।
কুক্কুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ॥

সহিতে না পারি আমি এসব যন্ত্রণা।
শকুনি দিলেক যুক্তি খাইয়া আপনা॥
কাতর না ছিল রণে আমার নন্দন।
সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মৃত্যু সম্মুখ সংগ্রামে।
তাহাতে না ভাবি আমি দুঃখ কোন ক্রমে॥
কিন্তু এক হৃদয়ে রহিল বড় ব্যথা।
সংগ্রামে আইল দুর্য্যোধনের বনিতা॥
এই দুঃখ যদুপতি না পারি সহিতে।
ওই দেখ বধূগণ আত্রশাখা হাতে॥
অতএব ব্যগ্র বড় হইয়াছি আমি।
আর এক নিবেদন শুন কৃষ্ণ তুমি॥
মরিলেক শত পুত্র না আছে সন্ততি।
বৃদ্ধকালে রাজার হইবে কিবা গতি॥
পাণ্ডুর নন্দন রাজ্য লবে আপনার।
পুত্র নাহি কেবা আনি যোগাবে আহার॥
জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে।
এই হেতু ক্রন্দন করিব রাত্রি দিনে॥
কি বলিব ওহে কৃষ্ণ কহিতে না পারি।
আজি হৈতে শূন্য হৈল হস্তিনা নগরী॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ বাড়িলেক অতি।
পুনরপি কহিলেন বাসুদেবে প্রতি॥
শুনিয়াছি আমি সব সঞ্জয়ের মুখে।
কিবা অনুযোগ আমি করিব তোমাকে॥

ওহে কৃষ্ণ যদুনাথ দেবকীকুমার।
তোমা হৈতে হৈল মোর বংশের সংহার
ভেদ জন্মাইলা দুই দিকে যদুপতি।
না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃতি॥
কৌরব পাণ্ডব তব উভয়ে সমান।
তাহে ভেদ করা যুক্ত নহে মতিমান॥
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে।
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম্ম তোমার সন্ধানে॥
না আছে হিংসার লেশ ধর্ম্মের শরীরে।
ভেদ জন্মাইলা তুমি কহিয়া তাহারে॥
যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুই জনে।
তোমাকে উচিত নহে উপস্থিত রণে॥
তারে বন্ধু বলি যেই করায় শমতা।
তুমি দিলে শিখাইয়া বিবাদের কথা॥
কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে।
সমান সম্বন্ধ তব কুরু পাণ্ডু সনে॥
বরণ করিতে তোমা গেল দুর্য্যোধন।
পালঙ্গে আছিলা তুমি করিয়া শয়ন॥
জাগিয়া আছিলা তুমি দেখি দুর্য্যোধনে
কপটে মুদিয়া আঁখি নিদ্রা গেলা মনে *
পশ্চাতে অর্জ্জুন গেল সে কথা শুনিয়া।
উঠিয়া বসিলা মায়া নিদ্রা উপেক্ষিয়া॥

* নিদ্রা গেলা মনে—মনে মনে নিদ্রা গেলা; নিদ্রার ভাণ করি।

নারায়ণী সেনা দিলা কৌরবে সম্ভ্রমে।
ছলেতে অর্জ্জুন বাক্য শুনিলা প্রথমে॥
সারথী হইলা তুমি অর্জ্জুনের রথে।
সমান সম্বন্ধ তবে রহিলা কি মতে॥
তোমার উচিত ছিল শুন যদুপতি।
সৈন্য নাহি দিতে তুমি না হতে সারথি॥
তবে সে হইত ব্যক্ত সমান সম্বন্ধ।
তোমার উচিত নহে কপট প্রবন্ধ॥
তার পর এক কথা শুন যদুসুত।
করিলা দারুণ কর্ম্ম শুনিতে অদ্ভুত॥
মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিলা তুমি।
চাহিলা যে পঞ্চ গ্রাম শুনিয়াছি আমি॥
না দিলেক পুত্র মোর কি ভাবিয়া মনে।
আসিয়া কহিলা তুমি পাণ্ডুর নন্দনে॥
সদাচারী পাণ্ডুপুত্র রাজ্য নাহি মনে।
তাহে তুমি ভেদ করি কহিলা বচনে॥
আপনি করিলা ভেদ কৌরব পাণ্ডবে।
নহে তুমি প্রবৃত্ত হইলা কেন তবে॥
সেই কালে ঘরেতে যাইতে যদি তুমি।
সমস্নেহ বলি তবে জানিতাম আমি॥
যুদ্ধযুক্তি দিলা তুমি পাণ্ডুর কুমারে।
প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ ভাণ্ডিলে আমারে॥
জানিলাম তুমি সব অনর্থের মূল।
করিলা বিনাশ তুমি যত কুরুকুল॥

কহিতে তোমার কর্ম্ম বিদরয়ে প্রাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান।
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।
না কহিলে স্বাস্থ্য নাহি জানাই তোমাকে
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখে।
উচিত কহিতে পাছে পড় মনোদুঃখে॥
পুত্রশোকে কলেবর পুড়িছে আমার।
বল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার॥
যাবত শরীরে মোর রহিবেক প্রাণ।
তাবত জ্বলিবে দেহ অনল সমান॥
শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিবই তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে॥
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইবা নিধন॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
পাইবা যন্ত্রণা তুমি এই অভিশাপ॥
যেন মোর বধূ সব করিছে ক্রন্দন।
এই মত কান্দিবেক তব বধূগণ॥
তুমি যথা ভেদ কৈলা কুরু পাণ্ডবেতে।
যদুবংশে তথা হবে আমার শাপেতে॥
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এই মত হইবে তোমার॥

কাশীদাস।

হরপার্ব্বতীর গৃহস্থ অবস্থা।

কিনিয়া পাশার সারি * আনিল পার্ব্বতী।
আপনি লইল রাঙ্গী কালী পদ্মাবতী ॥ †
হাতে পাঙ্খি করিয়া ডাকেন দশ দশ। ‡
দেখিয়া মেনকা বড় হইল বিরস ॥
তোমা ঝিয়ে হৈতে গৌরী মজিল সকল।
ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল ॥
ভিকারীর স্ত্রী হয়ে পাশায় প্রবল।
কি খেলা খেলিতে যদি থাকিত সম্বল ॥
প্রভাতে খাইতে চায় কার্ত্তিক গণাই। §
চারি কড়ার সম্বল তোর ঘরে নাই ॥
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল।
সবে ধন বুড় বৃষ গলে হাড়মাল ॥
প্রেত ভূত পিশাচের সহিতে তার রঙ্গ।
প্রতিদিন কতেক কিনিয়া দিব ভাঙ্গ ॥
মিছা কাজে ফিরে স্বামী নাহি চাসবাস।
অন্ন বস্ত্র কতেক যোগাব বার মাস ॥

* সারি—ঘুটি, পাশা খেলাইবার বল। † আপনি লইল রাঙ্গা ইত্যাদি—রাঙ্গা ঘুটিগুলা আপনি লইল, কাল ঘুটিগুলা পদ্মাবতীকে দিল। ‡ পাঙ্খি হাতির দাঁতের যে সামগ্রীতে পাশার দান ফেলে। দশ দশ—বোধ হয় তখনকার স্ত্রীলোকেরা যে পাশা খেলিত, তাহা দশ পঁচিশের ন্যায় হইবে।

§ গণাই—গণেশ।

লোক লাজে স্বামী মোর কিছুই না কয়।
জামাতার পাকে * হৈল ঘরে সাপের ভয় ॥
দুই পুত্র তিন দাসী আর শূলপাণি।
প্রেত ভূত পিশাচের অন্ত নাহি জানি ॥
নিরন্তর কতেক সহিব উৎপাত।
রেঁধে বেড়ে দিয়ে মোর কাঁখে † হৈল বাত ॥
দুগ্ধ উথলিলে গৌরী নাহি দেও পানি।
পাশা খেলে বঞ্চ তুমি দিবস রজনী ॥
শুনিয়া মায়ের মুখে বচন প্রবল।
কহিতে লাগিল গৌরী আঁখি ছল ছল ॥
জামাতারে দিয়াছেন বাপা ভূমি দান।
তথি ‡ ফলে মাস মসুর তিল কাপাস ধান ॥
রান্ধিয়া বাড়িয়া মাগো কত দেও খোঁটা। §
তোমার ঘরে আজি হৈতে পুতিলাম কাঁটা ॥ ||
মৈনাক তনয় লয়ে সুখে কর ঘর।
কত বা সহিব নিন্দা যাব অন্যন্তর ॥ ¶
কত বা সহিব আমি দন্তের ঝাট্ ঝাটী।
দেশান্তরে যাব আমি পুত্র লয়ে দুটী ॥

* জামাতার পাকে—জামাতার নিমিত্তে। † রেঁধে বেড়ে—রন্ধন করিয়া ও বণ্টন করিয়া। কাঁখে—বাহুমূলে। বাত—বাতরোগ। ‡ তথি—তথায়। § খোটা—উপকার করিয়া উপকৃত ব্যক্তির নিকট সে উপকারের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ। || পুতিলাম কাঁটা—অগম্য করিলাম। ¶ অন্যন্তর—অন্যত্র।

এত বলি যান গৌরী ছাড়ি মায়া মোহ।
ঝলকে ঝলকে পড়ে লোচনের লোহ ॥*
গৌরী সঙ্গে যুক্তি করি, চলিলা কৈলাসগিরি,
শ্বশুরের ছাড়িয়া বসতি।
ভবনে সম্বল নাই, চিন্তাযুক্ত গোসাঁই,
ভিক্ষা অনুসারে কৈলা মতি ॥
ভ্রমেন উজান ভাটী, চৌদিকে কোচের বাটী,†
কোচবধূ ভিক্ষা দেয় থালে।
থাল হৈতে চালুগুলি, ভরিয়া রাখেন ঝুলি,
দ্বাদশ লম্বিত ঝুলী দোলে ॥ ‡
কেহ দেয় চালু কড়ি, কেহ দেয় দাল বড়ি,
কুপী ভরি তৈল দেয় তেলি। §
ময়রা মোদক দেয়, সূত্রধরে খই দেয়, ||
বেণে দিল ভাঙ্গের পুটুলি ॥ ¶
লবণিয়া দেয় লোণ, ঘৃত দধি গোপগণ,
তাম্বুলিয়া দেয় গুয়া পান। **

---

* লোচনের লোহ—চক্ষের জল।

† উজান ভাটী—স্রোতের অনুকূল দিক্ ভাটী, স্রোতের প্রতিকূল দিক উজান; এই প্রযুক্ত উজান ভাটী বলিলে উত্তর দক্ষিণ বা পূর্ব্ব পশ্চিম উভয়ই বুঝায়। কোচের বাটী—কোচ্‌বিহারে ও আসামে কোচ নামে একটী জাতি আছে; এমনও প্রবাদ আছে যে বৃন্দাবনের চন্দ্রাবলী জন্মান্তরে কোচবধূ হইয়া মহাদেবের অর্চ্চনা করেন, এবং ইঁহারই গর্ভে কোচ বিহারের ও বিজনি রাজবংশের আদিপুরুষ জন্মেন।

‡ দ্বাদশ লম্বিত ঝলী—লম্বা লম্বা দ্বাদশটী ঝুলী। § কুপী—ছোট কুপা। তেলি—তৈলিক, তৈল প্রস্তুত করে যে। || মোদক—মোয়া। সূত্রধর খই দেয়—ছুতারে এখন চিড়া কুটে, বোধ করি পূর্ব্বে খইও ভাজিত। ¶ পুটুলি—ছোট মোড়ক। ** গুয়া—সুপারি।

বেলা হৈল দুই পর, মহেশ আইলা ঘর,
কার্ত্তিক গণেশ আগুয়ান ॥
শঙ্কর ঝাড়িল ঝুলি, চাল হইল কতগুলি,
নানা দ্রব্য হইল স্থানে স্থানে।
দেখিয়া মোদক খই, ধাওয়া ধাই* ভাই দুই,
কন্দল বাজিল দুই জনে ॥
সবারে প্রবোধ করি, বাঁটিয়া দিলেন গৌরী,
রন্ধন করিলা দাক্ষায়ণী।
ভোজন করিলা হর, গৌরী গুহ লম্বোদর,
সুখে গেল সেহ তো রজনী ॥†
রাম রাম স্মরণেতে প্রভাত রজনী।
শয্যা হইতে উঠিলেন দেব শূলপাণি ॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করি সমাপন।
বসিলেন শূলপাণি সুস্থির আসন ॥
বামদিকে কার্ত্তিক দক্ষিণে লম্বোদর।
গৃহিণী বলিয়া ডাক দিলেন শঙ্কর ॥
সম্ভ্রমে আইলা গৌরী করি পুটাঞ্জলি।
কহিছেন শঙ্কর ভোজন কুতূহলী ॥
কালি ভিক্ষা করি দুঃখ পেলেম বহুগ্রামে।
আজি সকালে ভোজন করি থাকিয়া আশ্রমে ॥
আজি গণেশের মাতা রান্ধিবে মোর মত।
নিমে শিমে বেগুণে রান্ধিয়া দিবে তিত ॥

---

* ধাওয়া ধাই—দৌড়াদৌড়ি। † সেহ তো রজনী—সেই রজনী

সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমুড়া বার্ত্তাকু দিয়া রান্ধিবে প্রচুর॥
ঘৃতে ভাজি শর্করাতে ফেলহ ফুলবড়ি।*
চোঁয়া চোঁয়া করিয়া ভাজহ পলাকড়ি॥†
কড়ই করিয়া রান্ধ সরিষার শাক।
কটু তৈলে বাথুয়া‡ করিবে দৃঢ় পাক॥
আমড়া সংযোগে গৌরী রান্ধিবে পালঙ্গ।§
ঝাট স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব॥
গোটা কাসুন্দিতে দিবে জামীরের রস।||
এ বেলার মত ব্যঞ্জন রান্ধ গোটা দশ॥
রন্ধন উদ্যোগ গৌরী কর হয়ে স্থির।
ভোজনের শেষে দিবা দধি দুগ্ধ ক্ষীর॥
এতেক বচন যদি কহে পশুপতি।
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলেন পার্ব্বতী॥
রন্ধন করিতে ভাল বলিলা গোসাঁই।
প্রথমে যা পাড়ে দিব তাই ঘরে নাই॥
কালিকার ভিক্ষায় নাথ উধার শুধিলোঁ।¶
অবশেষে ছিল যাহা রন্ধন করিলোঁ॥

---

* ফুলবড়ি—ডাইল অধিক ফেনাইয়া যে ছোট ছোট বড়ি হয়। † চোঁয়া চোঁয়া—ঈষৎ দগ্ধ। পলাকড়ি—শাক বিশেষ। ‡ বাথুয়া—শাক বিশেষ; কলিকাতা অঞ্চলে বেঁতো শাক বলে। § পালঙ্গ—পালং শাক। || গোটা কাসুন্দী—এক প্রকার কাসুন্দী। জামীর—গোঁড়া লেবু। ¶ উধার—ধার, কর্জ্জ। শুধিলোঁ—শুধিলাম।

আছিল ভিক্ষার বাকী পালি দশ ধান।*
গণেশের মূষায় তা কৈল জলপান॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।
তবে সে আনিতে নাথ পারিব তণ্ডুল॥
এমত শুনিয়া হর গৌরীর ভারতী।
সকোপে বলেন তাঁরে দেব পশুপতি॥

আমি ছাড়ি ঘর, যাব দেশান্তর, কি মোর ঘর করণে।
তুমি কর ঘর, হয়ে স্বতন্তর, লয়ে গুহ গজাননে॥†
দেশে দেশে ফিরি, কত ভিক্ষা করি, ক্ষুধায় অন্ন না মিলে
গৃহিণী দুর্জ্জন, ঘর হৈল বন, বাস করি তরুতলে॥
কত ঘরে আনি, লেখা নাহি জানি, দেড়ি অন্ন নাহি থাকে
কতেক ইন্দুর, করে দুর দুর, গণার মূষার পাকে॥§
এ দুখ প্রচুর, গুহার ময়ূর, সাপ ধরি ধরি খায়।
হেন লয় মোরে, এই পাপ ঘরে, রহিতে চিত না জুয়ায়॥||
বিক্রম করয়, বাঘা বনে ধায়, দেখি তাহার চাহনি।¶
বলদ দুর্ব্বল, করে টলমল, নাহি খায় ঘাস পানি॥
আন্ বাঘছাল, শিঙ্গা হাড়মাল, ডম্বুর বিভূতি ঝুলি।
আইসহ ভৃঙ্গী, যাবে মোর সঙ্গী, না রহিব তোরে বলি॥
এত বলি হর, ছাড়ি নিজ ঘর, চলিলা বৃষবাহনে।
করি আত্মঘাতি, বলেন পার্ব্বতী, শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে॥

---

* পালি—কোথাও আড়াই সেরের কোথাও পাঁচ সেরের পাত্রকে পালি বলে। † স্বতন্তর—স্বতন্ত্র। ‡ দেড়ি—বাড়তি, অবশিষ্ট § গণার মূষার পাকে—গণেশের মূষিকের নিমিত্ত। || জুয়ায়—যোগ্য হয়। ¶ বিক্রম করয় ইত্যাদি—বিক্রম করিয়া যখন ভগবতীর সিংহ বনে যায়, তখন তাহার চাহনি দেখিয়া ইত্যাদি।

কি জানি তপের ফলে বর পেয়ে হর।
সই সাঙ্গাতি নাহি আসে, দেখি দিগম্বর ॥*
উন্মত্ত লেঙ্গটা হর চিতা ধূলি গায়।
দাঁড়াতে মাথার জটা ভূমেতে লুটায় ॥
একত্র শুইতে নারি সাপের নিশ্বাসে।
তাহার অধিক পোড়ে বাঘছালের বাসে ॥†
পোয়ের ময়ূরে বাপের সাপে সদাই করে কেলি।‡
গণার মূষায় ঝুলি কাটে আমি খাই গালি ॥
বাঘ বলদে সদাই রণ নিবারিব কত।
অভাগী গৌরীর প্রাণ দৈবে হৈল হত ॥
পায় ধরি কর্জ্জ করি, শুধিতে কন্দল। §
পুনর্ব্বার উধার করিতে নাহি স্থল ॥
দারুণ দৈবের ফলে হইনু দুখিনী।
ভিক্ষার ভাতেতে বিধি করিলা গৃহিণী ॥
উভে ফণী শোভে পতির ললাটে দাহন।‖
জটায় জাহ্নবী ফিরে ভূতের নাচন ॥
কি কহিব সহচরী মোর দুঃখ কথা।
মিথ্যা নারী করি মোরে সৃজিলা বিধাতা ॥

কবিকঙ্কণ।

* সাঙ্গাতি—সঙ্গতি, বন্ধু। † বাসে—গন্ধে। ‡ পোয়ের—পুত্রের
§ শুধিতে—পরিশোধ করিবার সময়ে। ‖ উভে—ঊর্দ্ধ দিকে।

ব্যাধপুত্রের বর্ণন।

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বালক কুঞ্জরগতি যেন নব নরপতি
সবার লোচন সুখ হেতু॥
নাক মুখ চক্ষু কাণ, কুঁদে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার সাবল।*
দেহ যেন শাল শাখী, বিকচ কমল আঁখি,
শ্যামবর্ণ শোভিত কুণ্ডল॥
বিচিত্র কপাল তটী, গলায় জালের কাঁটি,
কর জোড়া লোহার শিকলী।
বুক শোভে ব্যাঘ্র নখে, অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে,
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা, খেলে দাণ্ডা গুলি ভাঁটা,†
কাণে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।
পরিধান পাট ধড়া, মাথায় জালের দড়া,‡
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল॥
লইয়া বাউড়ি ডেলা, যার সঙ্গে করে খেলা,§
তার হয় জীবন সংশয়।

* সাবল—মাটী খুঁড়িবার দণ্ডাকৃতি লৌহ অস্ত্র। † নাটা—বড় বড় গোল গোল বন্য ফল বিশেষ। ‡ পরিধান পাটধড়া—ধড়ার মত করিয়া পাটের ধূতি পরা। § বাউড়ি ডেলা—একপ্রকার চোহাড়িয়া খেলা, দাণ্ডা গুলির ন্যায় এই খেলাতেও পরাভূত পক্ষকে খাটিতে হয়।

যে জনে আঁকড়ি করে, আছাড়ে ধরণী পরে, *
ভয়ে কেহ নিকটে না যায়॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, শশারু তাড়িয়ে ধরে,
দূরে গেলে ধরায় কুক্কুরে।
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে, লতায় জড়িয়া বান্ধে, †
কান্ধে ভার বীর আইসে ঘরে॥
গণক আসিয়া ঘরে, শুভতিথি শুভবারে,
ধনু দিল ব্যাধ সুত করে।
ফোঁটা দিয়া বিন্ধে রেজা, ফিরাইতে শিখে লেজা ‡
চামর টোপর শোভে শিরে॥

কবিকঙ্কণ।

মগরা § নদীতে ধনপতির ঝড় বৃষ্টি ঘটনা

ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর। ||
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর দুর॥
নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥ ¶
পূর্ব্ব হৈতে আইল বাণ দেখিতে ধবল।
সাত তাল হৈয়া গেল মগরার জল॥

* আঁকড়ি—আলিঙ্গন। † বাঁটুলে—বর্ত্তুলে। ‡ রেজা—তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র বিশেষ। লেজা-এক প্রকার বরষা। § মগরা—ভাগীরথীর শাখা বিশেষ; এখন শুকাইয়া গিয়াছে। || উরিল—প্রকাশ হইল। চিকুর—বিদ্যুৎ। ¶ চারি মেঘ—পুষ্কর আবর্ত্ত প্রভৃতি।

বাণজলে বৃষ্টি জলে উথলে মগরা।
জল মহী একাকার পথ হৈল হারা॥
চারি দিকে বহে ঢেউ পর্ব্বত বিশাল।
উঠে পড়ে ঘন ডিঙ্গা করে দল মল॥ *
অবিরত হয় চারি মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥
পরিচ্ছেদ নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনি জৈমিনি॥ †
ছৈ ঘরে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল। ‡
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল॥
ঝন্ ঝনা চিকুর পড়ে কামান সমান। §
ভাঙ্গিয়া নৌকার ঘর করে খান খান॥
ডিঙ্গায় ডিঙ্গায় লাগি করে ঢুসাঢুসি।
গুঁড়া হয়ে কাঠ পাট যায় খসি খসি॥
সাধু ধনপতি বলে শুন কর্ণধার।
বিষম সঙ্কটে পাব কিরূপে নিস্তার॥
কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল।
অরি হৈল দেবরাজ, বেংতড়কা পড়ে বাজ,
বরিবে মুষলধারে জল॥

---

* ডিঙ্গা—নৌকা। † জৈমিনি জৈমিনি—মেঘ গর্জ্জনের সময় জৈমিনি স্মরণ করিলে বজ্রপাত নিবারিত হয়, প্রবাদ আছে। ‡ ছৈ ঘর—নৌকার উপরে যে ঘর বাঁধিয়া রাখে। § ঝনঝনা চিকুর—বজ্র। বেংতড়কা—বেঙের ন্যায় তড়াক্ তড়াক্ করিয়া।

ডিঙ্গা ফেরে যেন চাক, ভয়ে নাহি ফুটে বাক,*
নাহি জানি কোন গ্রহফল।
নাহি জানি দিবা রাতি, ঝড়ে ডিঙ্গা হয় কাতি,†
ঝলকে ঝলকে বহে জল ॥
শিলা পড়ে যেন গুলি, ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি,
বেগে জল বাজে যেন কাঁড়। ‡
বিষম জলের রায়, ভয়ে প্রাণ স্থির নয়, §
গাবরে ধরিতে নারে দাঁড় ॥ ||
দুঃসহ বিষম ঝড়ে, গাছ উপাড়িয়া পড়ে,
দুকূল যুড়িয়া বহে ফেণা।
কহ কর্ণধার ভাই, কি মতে নিস্তার পাই,
ভাসে সর্প উভ করি ফণা ॥
ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে, বৃষ্টি জলে ডিঙ্গা বুড়ে,
নেয়ে পাইক জড় সড় শীতে।
শুন ভাই কর্ণধার, নাহি দেখি প্রতিকার,
জলে অহি ভাসে শতে শতে ॥
দেখহ নায়ের পাশে, হাঙ্গর কুম্ভীর ভাসে,
ভয়ঙ্কর বিকট দর্শন।
কাণ্ডার উপায় বল, দেখি যে প্রবল জল,
আজি হৈল সংশয় জীবন ॥

কবিকঙ্কণ।

* চাক—কুমারের চাক। † কাতি—এক পাশ নীচে, আর এক পাশ উচ্চে। ‡ কাঁড়—তীর। § রায়—শব্দে। || গাবর—দাঁড়ী, মজুরে।

জননী কর্ত্তৃক শিশু শ্রীমন্তের রোদন শান্তি।

আয় রে আয় আয় আয় রে আয়।
কি লাগি কান্দে বাছা কি ধন চায়॥
তুলিয়ে আনিব গগন ফুল।
একৈক ফুলের লক্ষৈক মূল॥
সে ফুলে গাঁথিয়ে পরাব হার।
সোণার বাছা কেঁদ না আর॥
খাওয়াব ক্ষীর খণ্ড পরাব চূয়া।*
কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া॥
কুরঙ্গ রথ হস্তী যৌতুক দিয়া।
রাজার দুহিতা করাব বিয়া॥
শ্রীমন্ত চাপে মোর বিনোদ নায়। †
কুঙ্কুম কস্তূরী চন্দন গায়॥
পালঙ্কে নিদ্রা যায় চামর বায়। ‡
শ্রীকবিকঙ্কণে সঙ্গীত গায়॥

কবিকঙ্কণ।

শিশু শ্রীমন্ত বর্ণনা।

দিনে দিনে বাড়েন শ্রীপতি।
কোলে শুয়ে করে ক্রীড়া, নাহি রোগ ব্যাধি পীড়া,
অন্ধকার হরে দেহজ্যোতিঃ॥

* খণ্ড—খাঁড়, গুড় আর চিনির মাঝের অবস্থা। চূয়া—সদ্‌গন্ধ দ্রব্য বিশেষ। † নায়—নৌকায়। ‡ বায়—ব্যজনে।

দেহের কনক বর্ণ, গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ,
বিহঙ্গমরাজ জিনি নাসা।
বিচিত্র কপালতটী, গলায় সোণার কাঁটী,
কলকণ্ঠ জিনি চারু ভাষা॥

জননীর কোলে নিন্দে, ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে,
সাধুসুত করয়ে দেহেলা।
দোলায় ক্ষণেক দোলে, ক্ষণেক লহনা কোলে, *
ক্ষণে কোলে করয়ে দুর্ব্বলা॥ †

মৌনেতে ক্ষণেক থাকে, উঁয়া চুঁয়া ক্ষণে ডাকে,
জননীর পরাণে কৌতুক।
পতি নৃপতির দাস, গেল দীর্ঘ পরবাস,
পাসরে দেখিয়া পুত্রমুখ॥ ‡

জননীর লোচন ফাঁদ, বদন শরদচাঁদ,
লোচন যুগল ইন্দীবর।
কপাল বিশাল পাটা, সিংহ জিনি মাজা ছটা,
অভিনব যেন শক্তিধর॥

দুই তিন চারি মাস, উলটিয়া দেয় পাশ,
আন্ বেশ সাধুর নন্দন।
মাস যায় পাঁচ চারি, রূপে অতি মনোহারী,
ছয় মাসে করয়ে ভোজন॥

* লহনা—শ্রীমন্তের বিমাতা। † দুর্ব্বলা—লহনার দাসী।

‡ পাসরে—বিস্মৃত হয়।

সাত আট যায় মাস, দুই দন্ত পরকাশ,
আন্ বেশ দিবসে দিবসে।
রচিয়ে ত্রিপদী ছন্দ, গান কবি শ্রীমুকুন্দ,
আলগোছি দেয় দশ মাসে ॥ *

কবিকঙ্কণ।

সমাপ্ত—প্রথম ভাগ

* আলগোছি — নিরবলম্বনে দাঁড়ানো।

কবিতা-সংগ্রহ।

দ্বিতীয় ভাগ।

[POETICAL SELECTION]

PART II.

শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কৃত

প্রথম সংস্করণ।

Calcutta:

PRINTED AND PUBLISHED BY SARAT CHUNDER CHATTERJEE,

MOHUN PRESS, 11 COLOOTOLAH STREET.

1887.

কবিতা-সংগ্রহ।

দ্বিতীয় ভাগ।

সীতাহরণে রামের বিলাপ।

সীতার শোকেতে, মনের দুঃখেতে মূর্চ্ছিত রঘুরায়।
কান্দিয়ে কাতর, নব জলধর, ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
কটির বাকল, খসিয়ে পড়িল, শরীর ভাসিল জলে।
শিরের জটা, মেঘের ঘটা, লোটায়ে পড়িল ধূলে॥
হাতের ধনু, লোটায় তনু, অবশ হইল শোকে।
অধৈর্য্য হইয়ে, আকুল কান্দিয়ে, জানকী বলিয়ে ডাকে॥
কোথা চন্দ্রাননি, চম্পক বরণি, চন্দ্রনিন্দিত যাহার দে। *
সোহাগে অতুলি, সোণার পুতলি, হিয়াহতে নিল কে॥
গুণেতে অসীমা, কাঞ্চন প্রতিমা, কেশরী জিনিয়ে কটি।
ভুজঙ্গদলনী, বাহুর বলনি, রাতুল চরণ দুটী॥ *

দে—দেহ। বলনি—গড়ন। রাতুল—রাঙ্গা।

কুরঙ্গনয়নী, মাতঙ্গগামিনী, ভুজঙ্গ জিনিয়ে কেশ।
সীতারে না হেরে, পরাণ বিদরে, মরণ ঘটিল শেষ॥
এ তাপ কে দিল, পরাণে বধিল, হরিল মৃগাঙ্কমুখী।
আর না হেরিব, কত না ঝুরিব, মরিব গরল ভখি॥ *
ধিক্ মোর আঁখি, সীতা নাহি দেখি, আর কার মুখ দেখে।
ধিক্‌রে জীবন, হারায়ে সে ধন, এ দেহে কেন বা থাকে॥
এত বলি রাম, দেখিয়ে পাষাণ, অঙ্গ আছাড়ে তাতে।
শিরে শিলাঘাত, করিতে নির্ঘাত, লক্ষ্মণ ধরেন হাতে॥ *
কাতর হেরিয়ে, কোলেতে করিয়ে, সুমিত্রাতনয় কয়।
প্রভু,
সুবোধ হইয়ে, অঙ্গনা লাগিয়ে, এত করা উচিত নয়॥
সুত পরিবার, কেবা বল কার, যেমত বৃক্ষের ছায়া।
জলবিম্ব প্রায়, সকল মিছাময়, কেবল ভবের মায়া॥
প্রভু কয় শুন, প্রাণের লক্ষ্মণ, রাজ্য ধন পিতা নাই।
তাতে নাহি খেদ, সীতার বিচ্ছেদ, পরাণে সহেনা ভাই॥
জনক জননী, বান্ধব ভগিনী, যত পরিবার লোক।
সবার হইতে, পরাণ দহিতে, নারীর বড়ই শোক॥
কমঠ কঠোর, কঠিন দুষ্কর, সে ধনু ভাঙ্গিতে আমি।
যত দুখ পাই, সঙ্গে ছিলে ভাই, সকলি দেখিলে তুমি॥

ঝুরিব—কাঁদিব। ভখি—ভক্ষণ করিয়া। নির্ঘাত—সাতিশয় আঘাত

জনক সভাতে, মোর হাতে হাতে, সঁপে দিল সুকুমারী।
ধনুক ভাঙ্গা ধন, নিল কোন জন, বুকেতে মারিয়ে ছুরি॥
অযোধ্যাভবন, যাব না লক্ষ্মণ, এমুখ দেখাব কায়।
জানকীর পিতে, জনক সুধাতে, কি বলিব বল তাঁয়॥
যখন দাঁড়ায়ে, সম্মুখ হইয়ে, কহিবে এ সব কথা।
চোদ্দবছর পরে, রাম এলি ঘরে, জানকী আমার কোথা?
এই কথা তিনি, সুধাইলে আমি, কি বলিব তাঁর ঠাঁই।
কি কথা কহিব, কেমনে বলিব, জানকী তোমার নাই॥
আমার
গিয়াছে সকল, পরেছি বাকল, ধরেছি কাঙ্গালীর বেশ।
এত দুখ পাই, প্রাণ ছিল ভাই, সীতা হতে হলো শেষ॥
সীতা মোর মন, সীতা প্রাণ ধন, সীতা নয়নের তারা।
সীতা বিনা প্রাণ, বাঁচেনা লক্ষ্মণ, যেন ফণি মণিহারা॥
আমার হৃদয়, পিঞ্জর সম হয়, সীতা ছিল তাহে সারি।
বিহঙ্গী উড়িল, পরাণে মারিল, পিঞ্জর রহিল পড়ি॥
দেশে দেশে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব, কুণ্ডল * পরিব কাণে,
নহে
ঘুচাই তাপ, সাগরেতে ঝাঁপ, দিয়ে ত্যজি পোড়া প্রাণে॥

* কুণ্ডল—যোগী হইতে হইলে কুণ্ডল পরিতে হইত। "বেহুলা প্রভুর বোলে, নানা আভরণ ফেলে, করে রামা যোগিনীর বেশে। রক্ত বস্ত্র কটীপরে, শ্রবণে কুণ্ডল ধরে, জটা কৈল মস্তকের কেশে।"—মনসার ভাসান॥

কি কব কাহারে, পরাণ বিদরে, হিয়ার মাঝার হতে।
কে নিল আমারি, জনক ঝিয়ারি, সোণার ভ্রমরী সীতে॥

কৃত্তিবাস

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসের ছলনা।

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডান করে ভাঙ্গা লড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী॥ *
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি। *
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়া কাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নিকি করে ইলি বিলি। *
কোটি কোটি কাণকোটারির কিলি কিলি॥
কোটরে নয়ন দুটী মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥
বাতে ধাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুজ ভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার॥

* লড়ী—যষ্টি। ঝাকড় মাকড়—রুক্ষ চুল আঁচড়ান না থাকাতে যেরূপে ফুলিয়া থাকে। নাহি আঁদি সাঁদি—নাহি অন্ধি সন্ধি, জট বাঁধিয়া আছে কেয়াকাঁদি—কেতকী পুষ্পের গুচ্ছ। ডেঙ্গর—বড় উকুন। নিকি—উকুনের ডিম। কাণকোটারি—কাণের পীড়া জন্মায় এমন কীট।

শত গাঁঠি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান। *
ব্যাসের নিকটে গিয়া হৈলা অধিষ্ঠান ॥
ফেলিল ঝুপড়ী লড়ী আহা উহু করে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে ॥
ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়। *
কুব্জ ভরে পিঠডাঁড়া ভূমিতে লোটায় ॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল ॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
অরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া ॥
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে ॥
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই
কাশীতে মরিলে তাহে পাপভোগ আছে।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে ॥
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাধ নাই।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই ॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়।
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয় ॥

টেনা—ছিন্ন বস্ত্র। ∗ থুথি—চিবুক

ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যুমাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥ *
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ী এথা বাস কর।
সদ্য মুক্ত হবে যদি এই খানে মর॥
ছলেতে অন্নদা দেবী কহেন রুষিয়া।
মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া॥
ভোর মনে আমি বুড়ি এখনি মরিব।
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব॥
ঊর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুকায়েছে আঁত॥ *
বায়ুতে পাকিয়া চুল হইল শোণ নুড়ি। *
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুঁড়ি গুঁড়ি॥
শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুজা কৈল কুজে।
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুঝে॥
কাণকোটারিতে মোর কাণ কৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা॥
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধ ভরে যান।
আর বার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান॥
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া॥

* দড়—দৃঢ়।
* টাকিলি—ইচ্ছা করিলি। আঁত—অন্ত্র। শোণ নুড়ি—শোণ জড়াইয়া যে তাল হয়।

ড়ী দেখি অরে বাছা অনুকূল হও।
এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও॥
বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ॥
মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা কহিলে।
পুনঃ কহ কি হইবে এথানে মরিলে॥
ব্যাসদেব কন বুড়ী বুঝিতে নারিলে।
সদ্য মোক্ষ হইবেক এথানে মরিলে॥
বুড়ী বলে হায় বিধি করিলেক কালা।
কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বালা॥
পুনশ্চ চলিলা দেবী ছলে ক্রোধ করি।
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি॥
ধ্যানের অধীন দেবী চলিতে নারিলা।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা॥
এইরূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত।
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত॥
দৈব দোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ।
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ॥
একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি সুঝে। *
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে॥

* সুঝে—দেখে।

ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাণের কুহরে
গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে ॥
বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কাণ।
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্ধান ॥

ভারতচন্দ্র।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

সরোষে—তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে-
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, "এ কনক পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছ যত সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা--
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে।"
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি :
শৃঙ্গনিনাদক, যেন প্রলয়ের কালে,
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে।
যথা, সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে
রাক্ষস; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে!
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ; ধূমবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে; বাহিরিল হেষে

তুরঙ্গম ;   *   *   *
আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা,
ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা
আকাশে ! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে।
   শুনি সে ভীষণ স্বন নাদিল গম্ভীরে
রঘুসৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলা ত্রিদিবে।
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনু, নেতৃনিধি যত
রক্ষোযম ; নল, নীল, শরভ সুমতি—
গর্জ্জিল বিকট ঠাট * জয় রাম নাদে !
মন্দ্রিল জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে ;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি ;
চামুণ্ডার হাসিরাশি সদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।
ডুবিল তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি ; বায়ুদল বহিল চৌদিকে
বৈশ্বা নরশ্বাসরূপে ; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি ; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী ; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে

* ঠাট—সৈন্য।

অট্টালিকা, তরুরাজী ; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি !—
চকিতে চাহিলা হরি স্বর্ণলঙ্কা পানে ;
দেখিলা, রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে
অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃস্কন্ধরূপী।
চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাঁপায়ে ;
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি ;
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকার রূপে ! টলিছে সঘনে
স্বর্ণলঙ্কা ! বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি
রঘুসৈন্য, উর্ম্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা
গরুড় হেরিয়া দূরে সদা ভক্ষ্য-ফণী,
হুঙ্কারে ! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে !
পলাইছে যোগীকুল যোগ যাগ ছাড়ি :
কাঁদিছে জননী, কোলে করি শিশুকুলে
ভয়াকুল ; জীবব্রজ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি। ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি

হুঙ্কারে—হুঙ্কার পূর্ব্বক।

আদেশিলা গরুড়েরে, "উড়ি নভোদেশে,
গরুত্মান্, দেবতেজঃ হর আজি রণে,
হরে অম্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি ;
কিম্বা তুমি, বৈনতেয় হরিলা যেমতি
অমৃত। নিস্তেজ* দেবে আমার আদেশে।"
বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষীরাজ ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী।
যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ দুয়ার পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে ; গর্জ্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য ; দেববৃন্দ পশিলা সমরে।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি
রণরঙ্গে ; পৃষ্ঠদেশে দম্ভোলিনিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে ; আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী ; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী ;
কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে।

*নিস্তেজ—নিস্তেজ কর।

আতঙ্কে শুনিল লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা ;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর নিনাদে !
বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে।
অম্বুরাশিসম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত ; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিলা শ্রবণপথ ; গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে
ভেদি বর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ ; বহিল প্লাবনে
শোণিত ; পড়িল রক্ষোনরকুলরথী ;
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জনবলে ; পড়িল নিনাদি
বাজীরাজী ; রণভূমি পূরিল ভৈরবে !
বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে ;
রতনসম্ভবা বিভা নয়ন ধাঁধিয়া
ধায় অগ্রে, উষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে।
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে।
পলাইল রঘুসৈন্য, পলায় যেমনি,
মদকল করিরাজ হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী ; কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,

বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোরনাদে, পশুপক্ষী পলায় চৌদিকে
আতঙ্কে ; টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিলা ব্যূহ বীরেন্দ্রকেশরী,
সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ ; কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি। অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্জলিপুটে
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে,—
"শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর! লঙ্কায় তবে বৈরীদল মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার? রথীন্দ্র তুমি ; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে ; দেহ পথ ছাড়ি!"
 কহিলা পার্ব্বতীপুত্র, "রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে!"
 সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,

হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে! বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা, "দেখ লো, সখি, চাহি লঙ্কাপানে,
তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয়! আকাশে দেখ্, পক্ষীন্দ্র হরিছে
দেবতেজঃ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার্ কুমারে, সই! বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল
সদানন্দ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে, *
স্বজনি!" চলিলা আশু সৌরকররূপে
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা—"সম্বর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি!"
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাসুর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া
অসঙ্খ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।

* তেঁই—সেই প্রযুক্ত। দুর্ব্বার সমরে—সমরে দুর্ব্বার

বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রহরণে
রক্ষেন্দ্রে ; হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা* সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী।
পলাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায় ! আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি,
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবত শির লক্ষি। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে।
কহিলা কর্ব্বুর-পতি গর্ব্বে সুরনাথে ;—
" যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির কম্পমান্ তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে।
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ ! অবধ্য তুমি, অমর ; নহিলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে ! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব ! " ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিল মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্‌ঝনি !

নিরস্তিলা—নিরস্ত করিলা।

হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে!
অমনি হরিল তেজঃ গরুড় ; নারিলা
নাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলিনিক্ষেপী!
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে! ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু
অভিমানে। হাতে ধনুঃ ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।
কহিলা রাক্ষসপতি ; " না চাহি তোমারে
আজি হে বৈদেহীনাথ। এ ভব মণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে! *
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর? মারিব তারে ; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ! " নাদিলা ভৈরবে
মহেষাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে,
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র ; কভু বা রথে, কভু বা ভূতলে।

* জীব—জীবিত থাক।

চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু। যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা ধায় বাজপতি
অম্বরে, চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি শূরে, * *
* * বীরমদে দুর্ম্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে;—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে,
নাদে যথা মত্তকরী মত্তকরিনাদে!
দেবদত্ত ধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।
"এত ক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ, "এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি,
ভ্রাতা তোর? কোথা রাজা সুগ্রীব? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র ঊর্ম্মিলা,
ভাব্ দোঁহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী!
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি,

পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল্য জগতে।"
  গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর ; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী,—
" ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষঃকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি ; কেন ডরাইব
তোমায় ? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথা সাধ্য কর, রথি ; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা ! "
  বাজিল তুমুল রণ ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব নর দোঁহা পানে ; কাটিলা সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্ম্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে !
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, " বাখানি *
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি !
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই ; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে
  স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি ! বজ্রনাদে উঠিল গর্জ্জিয়া,
উজ্জ্বলি অম্বরদেশ সৌদামিনীরূপে,
ভীষণরিপুনাশিনী ! কাঁপিলা সভয়ে

* বাখানি—ব্যাখ্যা করি, প্রশংসা করি।

দেব, নর ! ভীমাঘাতে পড়িলা ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা ; বাজিল ঝন্‌ঝনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে ;
সপন্নগ গিরিসম পড়িলা সুমতি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সংসার বিরাগি যুবক।

শীতল বাতাস বয়, জলের কল্লোল।
রাঙা রবি ছবি লয়ে খেলায় হিল্লোল ॥
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে পাখী করে গান
লোহিত বরণ ভানু অস্তাচলে যান ॥
বিচিত্র গগনময়* কিরণের ঘটা।
হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা ॥
হেরিয়া ভবের শোভা জুড়ায় নয়ন।
শীতল সমীর সেবি মলয় পবন ॥
হেন সন্ধ্যাকালে যুবা পুরুষ নবীন।
ভ্রময়ে নদীর কূলে একা এক দিন ॥
ললাটের আয়তন, সুচারু বরণ,
লোচনের আভা তার, মুখের কিরণ,
দেখিলে মানুষ বলি মনে নাহি লয়।
সুরপুরবাসী বলি মনে ভ্রম হয় ॥

*গগনময়—সমুদায় গগনে

শাপেতে পড়িয়া যেন ধরার ভিতরে।
পূর্ব্ব কথা আলোচনা করিছে কাতরে॥
এক দৃষ্টে এক দিকে রহি কতক্ষণ।
কহিতে লাগিল যুবা প্রকাশি তখন॥
"দেবের অসাধ্য রোগ, চিন্তার বিকার।
প্রতিকার নাহি তার বুঝিলাম সার॥
নহিলে এখনো কেন অন্তর আমার।
ব্যথিত হতেছে এত, দাহনে তাহার॥
চারিদিকে এই সব জগতের শোভা।
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা॥
এই যে অলক্তময় ভানুর মণ্ডল।
এই সব মেঘ যেন জ্বলন্ত অনল॥
এই যে মেঘের মাঝে দিবাকরছটা।
সোণার পাতায় যেন সিঁদূরের ঘটা॥
এই শ্যাম দূর্ব্বাদল এই নদীজল।
মণ্ডিত লোহিত রবিকিরণে সকল॥
নিরানন্দ রসহীন সকলি দেখায়।
নয়নের কাছে সব ভাসিয়া বেড়ায়॥
মনের আনন্দে অই পাখী করে গান।
জানায় জগতজনে রবি অস্ত যান॥
ঊর্দ্ধপুচ্ছ গাভী অই, পাইয়া গোধুলি।
ধাইতেছে ঘরমুখে উড়াইয়া ধূলি॥

কৃষক, রাখাল, আর গৃহী যত জন।
সেবিয়া শীতল বায়ু পুলকিত মন॥
পৃথিবীর যত জীব প্রফুল্ল সকল।
অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল॥
ত্যজি গৃহকারাগার এনু নদীতটে।
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে॥
ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়।
চিন্তার বিষের দাহ নিবারিবে তায়॥
চিন্তা বিষে মন যার জ্বরে একবার।
নিরুপায় সেই জন, বুঝিলাম সার॥
সার ভাবিয়াছি আমি নরক সংসার।
প্রাণী ধরিবারে ঘোর কল বিধাতার॥
দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধরা-অলঙ্কার!
দ্বেষ, পরহিংসা, আর নৃশংস আচার॥
দম্ভ, অহঙ্কার, মিথ্যা, চুরি, পরদার।
প্রতারণা, প্রতিহিংসা, কোপ অনিবার॥
নরহত্যা, অনিবার্য্য সংগ্রাম দুরন্ত।
কত লব নাম তার নাহি যার অন্ত॥
পরিপ্লুত বসুন্ধরা, এই সব পাপে।
স্মরণ করিতে দেহ থর থর কাঁপে॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বর স্তুতি।

আনন্দে মিলাও তান, গাও রে বিভুর গান,
জয় জগদীশ বল মন।
ত্যজ রে অনিত্য খেলা, ত্যজ রে পাপের মেলা,
ভজ রে তাঁহার শ্রীচরণ॥
মহিমার ধ্বজা লয়ে, বিমানে বিরাজ হয়ে,
চারি দিকে তারাগণ ধায়।
সাজিয়া মোহন সাজে, বসিয়া ভবের মাঝে,
শশধর তাঁর গুণ গায়॥
দিবস হইলে পরে, প্রচণ্ড রবির করে,
প্রকাশে তাঁহার মহাবল।
স্থাবর জঙ্গম জল, ব্যোম বায়ু মহিতলে,
তাঁর গুণ গাইছে কেবল॥
ভজ রে তাঁহার নাম, খোঁজ রে তাঁহার ধাম,
সেই জন ভবের ভাণ্ডারী।
সেই প্রভু ভয়ঙ্কর, যমে যাঁরে করে ডর,
সেই জন ভবের কাণ্ডারী॥
করেছি অনেক পাপ, সহিব অনেক তাপ,
দয়াময় দয়া কর মোরে।
তব পদে বিশ্বপতি, থাকে যেন মম মতি,
এই নিবেদন পাপী করে॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যমুনাতটে।

আহা কি সুন্দর নিশি চন্দ্রমা উদয়,
  কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল!
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
  কল কল করে ধীরে তটিনীর জল!
কুসুম পল্লব লতা নিশার তুষারে,
  শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকের পাঁতি শোভে তরু শাখাপরে,*
  নিরিবিলি ঝিঁঝিঁ ডাকে, জগত ঘুমায়;—*
হেন নিশি একা আসি,যমুনার তটে বসি,
  হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়।

ভাসিয়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
  জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,*
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
  হুহু করি দিবা নিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি।
  হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে,

---

* পাঁত—পংক্তি, শ্রেণী। নিরিবিলি—নির্জ্জনে।

* ধ্রুবতারা—উত্তরদিকের আকাশে যে নক্ষত্র আছে, এবং যাহা সর্ব্বদাই প্রায় এক স্থানে থাকে; সমুদ্রে মানচিত্র ও যন্ত্রাদি না থাকিলে দিক্ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত কেবল এই নক্ষত্রই একমাত্র সম্বল; এই ভবের সাগরে যাহাদের সে সম্বলও হারাইয়াছে।

শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে ;
না জানি মানব মন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তায় মজে বিজন ভূমিতে।

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন,
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি !
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকল,
শমন করিয়া চুরি লয়েছে যাহায় ?
কেন রজনীতে পুন প্রাণ উঠে জ্বলি,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যাথায় ?
কেন বা উৎসবে মাতি, থাকি ভুলি দিবা রাতি
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায় ?

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না !
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পূরিল,
কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি, কত কাঁদি, প্রাণ জুড়াইল !

রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্ত-ভাঙ্গা মন যার সেই সে বুঝিল!
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

লজ্জাবতী লতা।

ছুঁইও না ছুঁইও না উটি লজ্জাবতী লতা!
একান্ত সঙ্কোচ করে, এক ধারে আছে সরে,
ছুঁইও না উহার দেহ রাখ মোর কথা।
তরু লতা যত আর, চেয়ে দেখ চারি ধার,
ঘেরে আছে অহঙ্কারে, উটি আছে কোথা!
আহা অই খানে থাক, দিও না ক ব্যথা!
ছুঁইলে নখের কোণে, বিষম বাজিবে প্রাণে,
যেও না উহার কাছে খাও মোর মাথা।
ছুঁইও না ছুঁইও না উটি লজ্জাবতী লতা!

লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর!
যদিও সুন্দর শোভা, নাহি তত মনোলোভা,
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর!
যায় না কাহারো পাশে, মান মর্য্যাদার আশে,
থাকে কাঙ্গালীর বেশে একা নিরন্তর।
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর!

নিশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর।
এ হেন লতার হায়, কে জানে আদর!

হায় এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে, অবনীমণ্ডল লুটে,
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন।
কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত প্রাণ,
পুরুষরতন হেরে কে করে যতন?
স্বভাব মৃদুল ধীর, প্রকৃতিটি সুগম্ভীর,
বিরলে মধুরভাষী মানসরঞ্জন;
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে,
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন।
ছুঁইও না উহার দেহ করি নিবারণ;
লজ্জাবতী লতা উটি মানসরঞ্জন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারদ কর্ত্তৃক গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনা।

মানব মঙ্গলে, দেবতা সকলে,
কাতরে ডাকিছে করুণাময়.

মানবে রাখিতে, ভগবান চিতে,
হইল অসীম করুণোদয়।
দেখিতে দেখিতে, হলো আচম্বিতে,
গগনমণ্ডল তিমিরময়,
মিহির নক্ষত্র, তিমিরে একত্র,
অনল বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয়।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতর, নাহি কোন স্বর,
অবনী অম্বর স্তম্ভিত প্রায়,
নিবিড় আঁধার, জলধি হুঙ্কার,
বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনায়।
নাহি করে গতি, গ্রহদলপতি,
অবনীমণ্ডল নাহিক ছুটে;
নদ নদী জল, হইল অচল,
নিঝর * না ঝরে ভূধর ফুটে।
দেখিতে দেখিতে, পুনঃ আচম্বিতে,
গগনে হইল কিরণোদয়,
ঝলকে ঝলকে, অপূর্ব্ব আলোকে,
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয়।
শূন্যে দিল দেখা, কিরণের রেখা,
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়,

* নিঝর—নির্ঝর।

ব্রহ্ম সনাতন, অতুল চরণ,
সলিল নির্ঝর বহিছে তায়।
বিন্দু বিন্দু বারি, পড়ে সারি সারি,
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী,
দাঁড়ায়ে অম্বরে, কমণ্ডলু করে,
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি।
হায় কি অপার, আনন্দ আমার,
ব্রহ্ম সনাতন চরণ হতে,
ব্রহ্মকমণ্ডলে জাহ্নবী উথলে
পড়িছে দেখিনু বিমান পথে।
গভীর গর্জ্জনে, দেখিনু গগনে,
ব্রহ্মকমণ্ডলু হতে আবার,
জলস্তম্ভ ধায় রজতের কায়,
মহাবেগে বায়ু করি বিদার।
ভীম কোলাহলে নগেন্দ্র অচলে,
সেই বারিরাশি পড়িছে আসি,
ভূধর শিখর সাজিয়া সুন্দর
মুকুটে ধরিল সলিল রাশি।
রজত বরণ স্তম্ভের গঠন,
অনন্ত গগন ধরেছে শিরে,
হিমানী আবৃত হিমাদ্রি পর্ব্বত
চরণে পড়িয়া রয়েছে ধীরে!

চারি দিকে তার রাশি স্তুপাকার
ফুটিয়া ছুটিছে ধবল ফেণা,
ঢাকি গিরি চূড়া, হিমানীর গুঁড়া
সদৃশ খসিছে সলিল কণা।
ভীষণ আকার ধরিয়া আবার
তরঙ্গ ধাইছে অচল কায়,
নীলিম গিরিতে হিমানী রাশিতে
ঘুরিয়া ফিরিয়া মিশায়ে যায়।
টইল চঞ্চল হিমাদ্রি অচল,
বেগেতে বহিল সহস্র ধারা,
পাহাড়ে পাহাড়ে তরঙ্গ আছাড়ে
ত্রিলোক কাঁপিল আতঙ্কে সারা।
ছুটিল গর্ব্বেতে গোমুখী পর্ব্বতে,
তরঙ্গ সহস্র একত্র হয়ে,
গভীর ডাকিয়া আকাশ ভাঙিয়া
পড়িতে লাগিল পাষাণ লয়ে।
পালকের মত, ছিঁড়িয়া পর্ব্বত,
কুঁদিয়া,* চলিল ভাঙিল বাঁধ,
পৃথিবী কাঁপিল, তরঙ্গ ছুটিল
ডাকিল অসংখ্য কেশরি নাদ।

* কুঁদিয়া—আস্ফালন করিয়া।

বেগে বক্রকায়, স্রোতঃস্তম্ভ ধায়
যোজন অন্তরে পড়িছে নীচে,
নক্ষত্রের প্রায় ঘেরিয়া তাহায়,
শ্বেত ফেণরাশি পড়িছে পিছে।
তরঙ্গনির্গত বারিকণা যত
হিমানী চূর্ণিত আকার ধরে,
ধূমরাশি প্রায় ঢাকিয়া তাহায়
জলধনু শোভা চিত্রিত করে।
শত শত ক্রোশ জলের নির্ঘোষ
দিবস রজনী নাহিক ফাঁক,
অধীর হইয়া প্রতিধ্বনি দিয়া
পাষাণ ফাটিছে শুনিয়া ডাক।
ছাড়ি হরিদ্বার শেষেতে আবার
ছড়ায়ে পড়িল বিমল ধারা,
শ্বেত সুশীতল স্রোতস্বতীজল
বহিল তরঙ্গ তরল পারা* ;
অবনীমণ্ডলে সে পবিত্র জলে,
হইল সকলে আনন্দে ভোর,
"জয় সনাতনী পতিতপাবনী"
ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* পারা—ন্যায়।

কবিতা-সংগ্রহ।

পার্থিব বৈভবের নশ্বরতা।
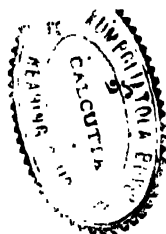
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে,
সরোবরে ঘন ঘন দেখিলাম দোলে।
কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলে দুলে আশে পাশে তরঙ্গের কোলে।
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে॥
শ্বেত আভা স্বচ্ছ পাতা, পদ্ম শতদলে গাথা,
উলটি পালটি বেগে স্রোতে ফেলে তোলে।
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে॥
একদৃষ্টে কতক্ষণ, কৌতুকে অবশ মন,
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে।
পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে॥

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি;
পদ্ম জল জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়ে ব্যাকুল মন,
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি!
রাজা রাজমন্ত্রিলীলা বলবীর্য্য স্রোতঃশীলা,*
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী, দেখিতে কেবলি?

---

* রাজমন্ত্রিলীলা ইত্যাদি—বলবীর্য্যের স্রোতোবিশিষ্ট রাজলীলা
রাজমন্ত্রিলীলা।

অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহি কি নিস্তার তার,
কিবা পশু পক্ষী আর মানবমণ্ডলী ?
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি !

কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল,
আনিল সংসারে যারা বিবিধ কৌশল !
দেবতুল্য পরাক্রমে, ভবে অবলীলাক্রমে,
ছড়াইল মহিমার কিরণ উজ্জ্বল ;
কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল।
বাঁধিয়ে পাষাণ স্তূপ, অবনীতে অপরূপ,
দেখাইল মানবের কি কৌশলবল,
প্রাচীন মিশরবাসী, কোথা সে সকল !
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ, অবনীতে অপরূপ,
কোথা তারা ! এবে কারা হয়েছে প্রবল,
পূজিছে কাদের আজি অবনীমণ্ডল ! *

জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ অরুণের ভাতি ; *
অতুল্য অবনীতলে, এখনো মহিমা জ্বলে,
কে আছে সে নরধন্য কুলে দিতে বাতি !

---

* পূজিছে কাদের—পূজিছে কাহাদিগকে। * অরুণের ভাতি—অরুণের আভার ন্যায় সেই জ্ঞানদীপের আলোক।

এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি !
মারাথন থার্মপলি, হয়েছে শ্মশানস্থলী, *
গিরীক আঁধারে আজি পোহাইছে রাতি ;
এই কি কালের গতি এই কি নিয়তি !
যার পদচিহ্ন ধরি, অন্য জাতি দম্ভ করি,
আকাশ পয়োধিনীরে ছড়াইছে ভাতি ;
জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি !

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ঘোর কোথায় সে রোম ;
কাঁপিত যাহার তেজে মহী সিন্ধু ব্যোম !
ধরণীর সীমা যার, ছিল রাজ্য অধিকার,
সহস্র বরষাবধি অতুল বিক্রম।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম !
সাহস ঐশ্বর্য্যে যার, ত্রিভুবন চমৎকার ;
সে জাতি কোথায় আজি, কোথা সে বিক্রম !
এমনি অব্যর্থ কি রে কালের নিয়ম !

* মারাথন—প্রাচীন গ্রীকেরা মারাথন নামক স্থানে অল্প সৈন্যোর-দ্বারা বিদেশীয় শত্রুর অসংখ্য সৈন্যকে পরাভব করে, এবং তদ্দ্বারা আপনাদের অতুল বলবীর্য্যের খ্যাতি সংস্থাপন করে। * থারমপলি—এই স্থানে গ্রীকেরা অত্যল্প সৈন্য লইয়া অনেক দিন সেই শত্রুদের গতিরোধ করিয়াছিল।

কি চিহ্ন আছে রে তার, রাজপথ দুর্গে যার,
ধরাতল বাঁধা ছিল, কোথায় সে রোম!
নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম!

আরবের পারস্যের কি দশা এখন;
সে তেজ নাহিক আর নাহি সে তর্জ্জন!
সৌভাগ্য কিরণজালে, ইহারাই কোন কালে,
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন।
আরবের পারস্যের কি দশা এখন!
পশ্চিমে হিস্পানীশেষ, পূবে সিন্ধু হিন্দুদেশ, *
কাফর যবনবৃন্দে করিয়া দমন,
উল্কাসম অকস্মাৎ হইল পতন।
"দীন" বলি মহীতলে, যে কাণ্ড করিল বলে, *
সে দিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন;
আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন! *

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* হিস্পানী শেষ—প্রাচীন নাম হিস্পানী, নব্য নাম স্পেন।
"দীন"—অর্থাৎ ধর্ম্ম: মুসলমানেরা অন্য সকল ধর্ম্ম লোপ করিয়া আপনাদের ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার নিমিত্ত দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।
* আরবের উপন্যাস—আরব্য উপন্যাস নামে প্রসিদ্ধ যে গল্প প্রচলিত

সূর্য্য।

দেব দিবাকর, অন্ধকার হর,
সৌন্দর্য্যের উৎস, তেজের আকর,
কেন না তোমারে নানা দেশে নর
সেবিবে অচল ভকতিভাবে?
তুমি দেখা দিলে উদয় অচলে,
রূপের ছটায় ভুবন উজলে,
সঙ্গীততরঙ্গ চৌদিকে উথলে,
ধরাতল সাজে মোহন ভাবে।

তোমার প্রসাদে দেব সুধাকর *
আনন্দে বরষি সুধাময় কর
সাজান যতনে অবনী অম্বর,
যেন সন্তাপিত মানব মন
রজনীর শান্ত রসেতে রসিয়া,
হৃদয়ের জ্বালা যাইবে ভুলিয়া,
ভকতির ভরে পড়িবে ঢলিয়া,
হইবে প্রেমের রসে মগন।

* তোমার প্রসাদে দেব সুধাকর—সূর্য্যের [illegible]স্পর্শে চন্দ্র [illegible] হ[illegible] [illegible] পৃথিবী মণ্ডলের ন্যায় চন্দ্র ও জ্যোতির্হীন পদার্থ

তোমার আদেশে জলধরদল,
বিজলীর মালা গলে ঝলমল,
ছাইয়া নিমিষে গগনমণ্ডল,
বরষে হরষে সলিলরাশি,
বিষম নিদাঘ তাপ নিবারিতে,
কাতর কৃষকে প্রাণদান দিতে,
শুষ্ক বসুমতী সুফলা করিতে,
পুলকে পূরিতে ধরণীবাসী।

তোমার প্রভাবে হিমানীভবনে
জনমে তটিনী; তোমার পালনে
লভি পীন তনু যবে শুভক্ষণে
নামি ধরাতলে প্রকাশ পায়,
সুখে বসুন্ধরা হয় ফলবতী,
প্রফুল্ল দুকূলে তরু কি ব্রততী,
জীবন পাইয়া সবে হৃষ্টমতি,
ভোগের ভাণ্ডার উথলি যায়।

তোমারি আলোকমালায় ভূষিত,
তোমারি শোভায় সুন্দর সজ্জিত,

তোমারি বলেতে গগনে ধাবিত, *
গ্রহ ধূমকেতু শশাঙ্ক চয় ; *
যেরূপে ভ্রমিতে বলিয়াছ যারে,
ভ্রমিছে নিয়ত সেই সে প্রকারে,
নিরূপিত পথ ত্যজিতে না পারে,
শৃঙ্খলে যেন রে গ্রথিত রয়।

তোমারি প্রসূত অবনীমণ্ডল, *
গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু দল ;
আদিকালে তুমি আছিলে কেবল
হৃদয়ে করিয়া এই জগত ;
একে একে তুমি সৃজিলে সকল,
প্রকাশিয়া ক্রমে স্বীয় তেজ বল,
করি দশ দিকে কত কীর্ত্তিস্থল,
মানব কি ছার বুঝিবে তাবত।

* তোমারি বলেতে গগনে ধাবিত, গ্রহ ধূমকেতু—সূর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এই সকল পদার্থ নিরূপিত পথে ভ্রমণ করে। * শশাঙ্ক-চয়—পৃথিবীর চন্দ্রের ন্যায় অন্য কোন কোন গ্রহেরও চন্দ্র আছে।

* তোমারি প্রসূত অবনীমণ্ডল—অতি প্রধান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদের এই মত যে, সূর্য্য ফাটিয়া যে ভগ্নাংশ সমস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল ভগ্নাংশ এক্ষণে পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ উপগ্রহ রূপে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

এই ধরাধামে তেজোরূপ ধরি, *
ওহে বিশ্ববীজ গগন বিচরি
করিতেছ কাজ দিবস শর্ব্বরী,
প্রকাশি বিবিধ প্রকার বল ; *
জীব কি উদ্ভিদ্ তব অবতার, *
যন্ত্রের শকতি তোমার বিকার, *
তব ক্রিয়াস্থল সকল আধার,
তুমি অবনীর এক সম্বল।

* এই ধরাধামে তেজোরূপ ধরি—যে পদার্থ অবস্থাভেদে উত্তাপ হয়, অবস্থাভেদে আলোক হয়, কবি তাহাকে তেজ বলিয়াছেন; এই তেজ জগতের যাবতীয় ক্রিয়ার কারণ, এবং ইহার মূলাধার সূর্য্য। * প্রকাশি বিবিধপ্রকার বল—আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি যে নানা প্রকার বলে এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যাপার চলিতেছে, সে সকলই সূর্য্যতেজের রূপভেদ মাত্র। * জীব কি উদ্ভিদ্ তব অবতার—অতি প্রধান বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদের মতে বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি যাবতীয় উদ্ভিদ্ পদার্থের, এবং কীট, পশু, মনুষ্য প্রভৃতি জীবের যাবতীয় দেহরচনার একমাত্র কারণ তেজ। * যন্ত্রের শকতি তোমার বিকার—তেজ আর বল একই পদার্থ, এইপ্রযুক্ত প্রকৃতি সৃষ্ট ও মানব সৃষ্ট যন্ত্র সমুদয়ের দ্বারা যে নানা প্রকার ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, সেই সকল যন্ত্রে সূর্য্যতেজ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে।

তুমি মেঘ করি বরষিছ জল,
তুমি কৃষীরূপে ধরিতেছ হল,
গোমূর্ত্তিতে তুমি টানিছ লাঙ্গল,
তুমি শস্যরূপে পুন উদিত।
তুমি নর হয়ে গড়িতেছ কল,
তাহে চালাইতে লাগে যে যে বল *
বিজ্ঞানেতে বলে তুমি সে সকল ; *
তোমার মহিমা অপরিমিত।

* তাহে চালাইতে লাগে যে যে বল. বিজ্ঞানেতে বলে তুমি সে সকল—বাষ্পীয় যন্ত্রের অগ্নিগৃহে কয়লা দেয়; কয়লা পুড়িয়া উত্তাপ নির্গত হয়; উত্তাপ পার্শ্ববর্ত্তী ও উপরিদেশবর্ত্তী জলে প্রবেশ করে; জল উত্তাপযোগে আপনার দেহবিস্তার করিয়া পরিশেষে বাষ্পাকার ধারণ করে; বাষ্প বাহির হইতে চায; বাহির হইবার পথে যন্ত্রের যে অঙ্গ থাকে, বাষ্প বল করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দেয়, যন্ত্রের এক অঙ্গে ঠেলা লাগিলে যন্ত্রের অন্যান্য অঙ্গেও ঠেলা লাগে, এবং তাহাতেই যন্ত্র স্বনির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে পারে। অতএব কয়লার ভিতরে যে তাপ রাশি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাহাই বাষ্পীয় যন্ত্রবলের মূল কারণ। এই তাপরাশি কয়লার ভিতরে কোথা হইতে আইসে ? যে সকল বৃক্ষ কাল-সহকারে বা মনুষ্য কর্ত্তৃক অঙ্গাররূপে পরিণত হয়, সূর্য্যতেজই তাহাদের দেহরচনার কারণ ছিল, এবং সেই সূর্য্যতেজই অঙ্গারের ভিতরে সঞ্চিত থাকিয়া বাষ্পীয় যন্ত্রের অগ্নিগৃহে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

প্রথমে যেমন করিলে সৃজন,
কালে কালে সবে করি আকর্ষণ, *
পুনরায় নাকি করিবে গ্রহণ,
জগত হইবে তোমাতে লয় ;
আদিকালে তুমি আছিলে যেমন *
পরিশেষে তুমি রহিবে তেমন,
একা, অদ্বিতীয়, অখিল কারণ, *
পুন নব সৃষ্টি শকতি ময়। *

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

* কালে কালে সবে করি আকর্ষণ—বিজ্ঞান শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত মণ্ডলী-বিশেষের মতে গ্রহ ধূমকেতু সমুদায় স্ব স্ব ভ্রমণ পথে গগনবিক্ষিপ্ত পদার্থ বিশেষের সংঘাতে ক্রমশই হীনবেগ হইতেছে। তাহাতে তাহাদের কেন্দ্রবিমুখ বলের বৃদ্ধি হইতেছে। উত্তরোত্তর এই রূপ হইতে থাকিলে তাঁহাদের বিবেচনায় ইহারা অবশেষে সূর্য্য শরীরে পতিত ও লীন হইবার সম্ভাবনা।

* আদিকালে তুমি আছিলে যেমন—সৌর জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সূর্য্যমণ্ডলই ছিল, এবং উপরের লিখিত অনুমান ঠিক হইলে, পরেও কেবল সূর্য্যমণ্ডল থাকিবে। * একা, সৌর রাজ্যের অধিপতি এক। অদ্বিতীয়—সৌর রাজ্যের প্রজাস্বরূপ যাহারা আছে, তাহারাও সেই রাজার রূপভেদ মাত্র। * পুন নব সৃষ্টি শকতি ময়—উপরের লিখিত অনুমানের অনুসারে, সকল পদার্থ সূর্য্যদেহে লীন হইয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্যদেহ হইতে গ্রহ উপগ্রহ রূপে বহির্গত হইয়া সৌর জগতের সৃষ্টি করিবে।

নারী-বন্দনা।

জগতের তুমি জীবিত রূপিণী,
জগতের হিতে সতত রতা ;
পুণ্য তপোবন সরলা হরিণী,
বিজন কানন কুসুম লতা।
পূরণিমা চারু চাঁদের কিরণ,
নিশার নীহার, উষার আলো ;
প্রভাতের ধীর শীতল পবন,
গগনের নব নীরদ মাল।
প্রেমের প্রতিমে স্নেহের সাগর,
করুণা নির্ঝর, দয়ার নদী ;
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।
যেমন মধুর স্নেহে ভরপূর, *
নারীর সরল উদার প্রাণ ;
এ দেব দুর্লভ সুখ সুমধুর,
প্রকৃতি তেমতি করেছে দান।
আমরা পুরুষ পরুষ নীরস,
নহি অধিকারী এ হেন সুখে ;
কে দিবে ঢালিয়ে সুধার কলস,
অসুরের ঘোর বিকট মুখে।

---

* ভরপূর—পরিপূর্ণ।

হৃদয় তোমার কুসুম কানন,
কত মনোহর কুসুম তায় ;
মরি চারি দিকে ফুটেছে কেমন,
কেমন পাবন সুবাস বায় !
নীরবে বহিছে সেই ফুলবনে,
কিবে নিরমল প্রেমের ধারা ;
তারক খচিত উজল গগনে,
আভাময় ছায়া পথের পারা ; *
আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে,
সে হৃদি কানন কুসুম রাশি
আপনা আপনি আসি থরে থরে, *
হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি।
অমায়িক দুটি সরল নয়ন,
প্রেমের কিরণ উজলে তায় ;
নিশান্তের শুক তারার মতন,
কেমন বিমল দীপতি পায় ! *
অয়ি ফুলময়ী প্রেমময়ী সতী,
সুকুমারী নারী, ত্রিলোক-শোভা ;

* ছায়া পথের পারা—আকাশের মধ্যভাগে অস্পষ্ট তারকাশ্রেণীতে যে মেখলা রচিত আছে তাহার ন্যায়। থরে থরে—স্তরে স্তরে। দীপতি—দীপ্তি।

মানস কমল কানন ভারতী,
জগজন মন নয়ন লোভা।
তোমার মতন সুচারু চন্দ্রমা,
আলো করে আছে আলয় যার ;
সদা মনে জাগে উদার সুষমা,
রণে বনে যেতে কি ভয় তার !
করম ভূমিতে পুরুষ সকলে,
খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয় ;
তব সুশীতল প্রেম তরু তলে,
আসিয়ে বসিয়ে জুড়ায়ে রয়।
ননীর পুতুল শিশু সুকুমার,
খেলিয়ে বেড়ায় হরষে হেসে ;
কোন কিছু ভয় জনমিলে তার,
তোমারি কোলেতে লুকায় এসে।
নবীনা নন্দিনী কেশ এলাইয়ে,
রূপেতে উজলি বিজলী হেন ;
নয়নের পথে ছুলিয়ে ছুলিয়ে,
সোণার প্রতিমে বেড়ায় যেন।
আহা কৃপাময়ী, এ জগতি তলে,
তুমিই পরমা পাবনী দেবী
প্রাণীরা সকলে রয়েছে কুশলে,
তোমার অপার করুণা সেবি !

হিমালয়ে আসি করি যোগাসন,
প্রেমের পাগল মহেশ ভোলা
ধেয়ান তোমার কমল চরণ, *
ভাবে গদ গদ মানস খোলা।
নিশীথ সময়ে আজো ব্রজবনে,
মদনমোহন বেড়ান আসি ;
কালিন্দীর কূলে দাঁড়ায়ে, সঘনে
রাধা রাধা ব'লে বাজান বাঁশী।
আহা অবলায় কি মধুরিমায়,
প্রকৃতি সাজায় বলিতে নারি !
মাধুরী মালায়, মনের প্রভায়,
কেমন মানায় তোমায় নারী !
মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার সরল মন ;
মধুর তোমার চরিত উদার,
মধুর তোমার প্রণয় ধন।
সে মধুর ধন বরে যেই জনে,
অতি সুমধুর কপাল তার ;
ঘরে বসি, করে পায় ত্রিভুবনে,
কিছুরি অভাব থাকেনা আর !

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

---

* ধেয়ান—ধ্যান করেন।

প্রতিবেশীর গৃহদাহ কাতরা বালিকা

এই যে দাঁড়ায়ে করুণাসুন্দরী,
উপর চাতালে থামের কাছে ;*
মুখ খানি আহা চুন্‌পানা করি,*
অনলের পানে চাহিয়ে আছে !
চুলগুলি সব উড়িয়ে ছড়িয়ে,
পড়িছে ঢাকিয়ে মুখ কমল ;
কচি কচি দুটী কপোল বহিয়ে
গড়িয়ে আসিছে নয়ন জল।
যেন মৃগশিশু সজল নয়নে,
দাঁড়ায়ে গিরির শিখর পরি,*
ত্রাসে দাবানল দ্যাখে দূরবনে,
স্বজাতি জীবের বিপদ স্মরি !
হে সুরবালিকে, শুভদরশনে,
সুবর্ণপ্রতিমে কেন গো কেন,
সরল উজল কমল নয়নে,
আজি অশ্রুবারি বহিছে হেন।
দুখীদের দুখে হইয়াছ দুখী,
উদাস হইয়ে দাঁড়ায়ে তাই,

---

* চাতালে—ইষ্টক নির্ম্মিত আয়ত স্থান। চূনপানা—চূনের ন্যায় পাংশুবর্ণ। শিখরপরি—শিখর উপরি।

শুকায়েছে মুখ, আহা শশিমুখী,
  লইয়ে বালাই মরিয়ে যাই !*
যেমন তোমার অপরূপ রূপ,
  সরল মধুর উদার মন,
এ নয়ননীর তার অনুরূপ,
  মরি আজি সাজিয়াছে কেমন !
যেন দেববালা হেরিয়া শিখায়,
  কৃপায় নামিয়ে অবনীতলে !
চেয়ে চারি দিকে না পেয়ে উপায়,
  ভাসিছেন শুদ্ধ নয়ন-জলে !
তোমার মতন, ভুবন-ভূষণ,
  অমূল রতন নাই গো আর !
সাধনের ধন এ নব রতন,
  হৃদি আলো করি রহিবে কার !
তুমি যার গলে দিবে বরমালা,
  সে যেন তোমার মতন হয় !
দেখো বিধি এই সুকুমারী বালা,
  চিরদিন যেন সুখেতে রয় !

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী

* বালাই—অকল্যাণ।

বনবাসিনী সীতার বিলাপ।

ওরে ওরে ও সন্তান!   কেন মম গর্ভে স্থান
    নিয়েছিলি! মরি মরি হায় হায় হায় রে!
এ বিপুল অবনীতে   তুই কি রে জন্ম নিতে
    পাস্ নাই স্থান আর, খুঁজিয়ে কোথায় রে।
    ভেবেছিলি সীতারে কোশল-রাজরাণী;
    জনমত্বখিনী দোষ বুঝি নাহি জানি।
রবিকুলে জন্ম লবি,   নিয়ত আদরে রবি
    রাঘবাঙ্ক-শোভা হবি এই দুরাশায় রে!
দুখিনী জঠরে এলি,   ভাল তার ফল পেলি,
    থাকুক্ সে সুখ এবে প্রাণে বাঁচা দায় রে।
    কেবল সংশয় তোর জীবন ত নয়,
    আমারো করিলি তুই জীবন সংশয়!
রাঘব-পাদপাশ্রিতা,   প্রেমরস-প্রবর্দ্ধিতা,
    সীতা লতিকায় হায়, হায় কি কুক্ষণে রে
হইলি মুকুল তুই!   বাকী মাত্র দিন দুই
    কুসুমিতা হতে, তায় দৈব বিড়ম্বনে রে
    বহিল নিঃশব্দে ঘোর ঝড় প্রতিকূল!
    কোথা সেই তরু কোথা লতা সমুকুল!
শুনিয়াছি লোকে কয়,   হলে গর্ভ উপচয়,
    নারীকুল হয় আরো পতি সোহাগিনী রে!

সীতা কপালের দোষে, পড়িল পতির রোষে,
গর্ভবতী হয়ে সেই হেন অভাগিনী রে!
স্থবর্ণ স্থতিকাগার, পাবি কি পাবি কি আর,
পাবি কি কৌশল্যা আদি পিতামহীগণে রে!
শোণা মাত্র হাসি হাসি, উর্ম্মিলা মাণ্ডবী মাসি,
কোলে তুলে লইবে কি কোমল-বসনে রে!
কোশলেশ-রাঘবের হৃদয়কমল
পাবি কি রে আর তুই বিহারের স্থল।
মণিময় অলঙ্কার পাবি কি রে উপহার,
পাবি কি সে প্রাণেশের সস্নেহ-চুম্বন রে!
কাঁদিলে অস্পষ্ট বোলে তুলিয়ে লইবে কোলে,
নাথ-কোলে দিতে সীতা পাবে কি কখন রে!
এ সকল স্থখ তুই যদি না লভিলি,
গর্ভ-ক্লেশ ভুগে তবে কি ফল পাইলি?
দশ মাস দশদিন, কষ্ট সয়ে ভাগ্যাধীন,
পুত্র প্রসবিয়া হায় যদি সে স্থতিনী রে!
বসি প্রিয়পতি-পাশে, প্রীতিরসে নাহি ভাসে,
কি স্থখ তা হলে, স্থতে দুখহেতু মানি রে!
তাহা হতে স্থখী এই বিহঙ্গিনীগণে,
শাবক সহিত স্থখে বঞ্চে স্বামি সনে।

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

মরণকামনায় সীতার গঙ্গাজলে প্রবেশ

ওরে বনচর! সর সর সবে,
রুধো না রুধো না রুধো না পথ ;
রবে না জানকী পাপভরা ভবে,
চলিল, চলিল জন্মের মত।

রঘুকুল-দেবী-ভাগীরথী-কোলে
রঘুকুল-বধূ জানকী আজ,
শরণ লতেছে দুখে তাপে জ্বলে,
কাঁদিবে না আর কানন-মাঝ।'

ধেয়ে যেতে কেন বনলতাবলী
ধরিতেছ মম চরণ বেড়ে,
কেন দাও বাধা ?—সবিনয়ে বলি
দাও, দাও, দাও, দাও না ছেড়ে।

বলিতে বলিতে রাম-বিনোদিনী
উন্মাদিনী মত অমনি ধেয়ে,
হইলেন গঙ্গা-সলিল-শায়িনী,
জননীর কোলে ঘুমালো মেয়ে।

রাঘবের-প্রেম-সুখ-নিধি-ভরা
সুবর্ণ-তরণী ডুবিল জলে ;

নিরখিয়ে শোকে ফেটে যায় ধরা,
বিষম বিষাদে পাষাণ গলে

আর কি এ তরী ভাসিয়ে উঠিবে,
আর কি এ তরী লাগিবে কূলে !
হেন শুভদিন আর কি হইবে,
বিধি কি সদয় হইবে ভুলে ?

রামের প্রেমের প্রতিমাখানি রে
গড়েছিলি কি রে দারুণ বিধি,
ডুবাইতে শেষে জাহ্নবীর নীরে,
গেল না কি তোর ফাটিয়ে হৃদি !

কোথা রাঘবেন্দ্র প্রেমিক উদার !
একবার হেথা দেখ সে এসে ;
হৃদয়-সরসী-সরোজী তোমার
ভাগীরথী-নীরে যেতেছে ভেসে !

এই বেলা এস, না আসিলে আর
ইহলোকে দেখা পাবে না তারে !
ডুবিল, ডুবিল, ডুবিল তোমার
হেম-কমলিনী সলিল ধারে !

তোমার হৃদয়-উদ্যান-শোভিনী
মুকুলিতা এই কনক-লতা ;
ভাসাইয়ে লয়ে যায় তরঙ্গিণী
জন্মে মা কি তব মরমে ব্যথা !

হায় হায় হায় হায় কি হইল !
বলিতে নয়ন ভাসিছে জলে,
রঘুকুল-লক্ষ্মী প্রবেশ করিল
কার্ অভিশাপে অতল তলে !

হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

বালগোপাল।

পাখানি নাচায়ে, নূপুর বাজায়ে,
বসিয়ে মায়ের কোলে।
ঈষৎ হাসিয়ে, মাখন তুলিয়ে,
আধ আধ বাণী বোলে॥
কাঁচা মরকত, * নবনী জড়িত,
মনোহর তনুখানি।
হাসিয়ে হাসিয়ে, অমিয়া সিঞ্চিয়ে. *
বোলে আধ আধ বাণী॥

* মরকত—হরিদ্বর্ণের মণি অমিয়া—অমৃত।

আঙ্গিনামে নাচত নন্দদুলাল *।
চৌদিকে ব্রজবধূ, নাচত গাওত,*
বোলত থৈ থৈ তাল ॥*
থমকি থমকি মৃদু,* মন্দ মধুর গতি,
ঘুঙ্গুর শব্দ সুতাল।*
বঙ্ক* বলয় ধ্বনি, নূপুর ঝন ঝনি,
আধ আধ বোল রসাল ॥
মরকত অঞ্জন, ইন্দুবদন ঘন,*
মোহন মূরতি তমাল।*
ঈষৎ মধুর তঁহি* গীম* দোলাওনি,
কর পদ পঙ্কজ লাল ॥

পদকল্পতরু।

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবিহার।

জননী বিরাজিত বেশ উজোর।*
গোঠ বিজয়ী ব্রজরাজ কিশোর ॥*

---

* আঙ্গিনামে—আঙ্গিনাতে, উঠানে। নাচত গাওত বোলত থৈ থৈ তাল—নাচিছে গাইছে আর থৈ থৈ বলিয়া মুখে তাল দিতেছে। থমকি—থমকিয়া, যাইতে যাইতে দাঁড়াইয়া। সুতাল—সুন্দর তাল। বঙ্ক—বাঁকা। ইন্দুবদন ঘন মোহন মূরতি তমাল—চন্দ্রের স্থায় মুখ এবং সুন্দর ঘন তমাল বৃক্ষের স্থায় মূর্ত্তি; তঁহি—তাহাতে। গীম—গ্রীবা।

*উজোর—উজ্জ্বল। গোঠবিজয়ী—গোষ্ঠবিহারী বালকদের মধ্যে প্রধান।

আগে অগণিত যায় গোধন চলিয়া।
পাছে ব্রজবালক যায় হৈ হৈ বলিয়া॥
সম বয়ঃ রূপ সমহু করি ছাঁদ।*
রাম বামে চলু শ্যামর * চাঁদ॥
ময়ূরশিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া।
কুণ্ডলমণি গণ্ডে টলমলিয়া॥
শির পর চাঁদ * অধরপর মুরলী।
চলইতে পন্থ করত কত খুরলী*॥
কটিতটে পীত পটাম্বর বনিয়া *।
মন্থরগতি কুঞ্জরবর জিনিয়া॥
মণিমঞ্জীর বাজত ঝন ঝনিয়া।
গোবিন্দদাস করে ধনি ধনিয়া*॥

যমুনাকো * তীরে, ধীরে চলু* মাধব,
মন্দ মধুর বেণু বাওই রে *
মূরতি মোহন, ব্রজবালকগণ,
সদন তিয়াগি* বনে ধাওই রে॥

---

* সমহু করি ছাঁদ—সমান ছাঁদ অর্থাৎ ভঙ্গি করিয়া। শ্যামর—শ্যামল। চাঁদ—ময়ূরপুচ্ছের উজ্জ্বল গোল গোল ছবি। পন্থ—পথ। খুরলী—রঙ্গ। বনিয়া—বিন্যাস। ধনিয়া—ধন্য ধন্য। যমুনাকো—যমুনার। চলু—চলে। বাওই—বাজায়। তিয়াগি বনে ধাওইরে—ত্যাগ করিয়া বনে ধাবিত হইতেছে।

অসিত অম্বুধর, অসিত সরসীরুহ,
অতসী কুসুম জিনি লাবণি রে ।*
ইন্দ্রনীল মণি, উদার মরকত,*
শ্রী নিন্দিত বপু আভা রে ॥*
শিরে শিখণ্ডচূড় শ্রবণে গুঞ্জাফল,
নির্ম্মল মুকুতালম্বি নাসাতল,
নব কিশলয় অবতংস গোরোচন *
অলক তিলক * মুখশোভা রে ।
শ্রোণি পীতাম্বর বেত্র বামকর,
কম্বুকণ্ঠ বনমালা মনোহর,
ধাতুরাগ বৈচিত্র কলেবর,
চরণ চরণোপরি শোভা রে ॥
গোধূলী ধূসর বিষাণ কক্ষতল,
রজ্জু গোছাদন* বিনিহিত কন্ধর,

* লাবণি—লাবণ্য। ইন্দ্রনীল মণি—আকাশের ন্যায় নীল মণি। উদার মরকত—সুন্দর মরকত। শ্রী নিন্দিত বপু—ইন্দ্রনীলমণির শ্রী আর মরকতের শ্রীকে যে বপুর আভা হারাইয়া দেয়। অবতংস—কর্ণভূষণ। গোরোচন অলকে তিলকে—গোরোচনমিশ্রিত অলকেতিলকে; গোরোচন গোরুর মাথায় জন্মে, কুঙ্কুমের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, ঘষিলে গাঢ় হরিদ্রা বর্ণ হয়, দেখিতে কতকটা সিঙ্গেড়া ফলের ন্যায় আকার। অলকতিলক—অলকের অর্থাৎ চূর্ণ কুন্তলের নীচে যে তিলক পরে। গোছাদন—দোহন সময়ে গাভীর পা বাঁধিবার রজ্জু।

রঙ্গভূমে ঐ বিরাজত নটবর,
রূপে জগ মন লোভা রে।

ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে,
খেলত রাম সুন্দর শ্যাম,
কাছনি বিষাণ বেণু মুরলী,*
খুরলী ললিত গান রে॥
দাম শ্রীদাম সুদাম মিলি,
তরণী তনুজা তীরে খেলি,*
ধবলী শ্যামলী আওরী আওরী,*
ফুকরি চলিছে কান* রে।
বয়স কিশোর মোহন ভাঁতি,*
বদনইন্দু উজর কাঁতি,*
চারুচন্দ্র গুঞ্জাহার, *
মদনমোহন ভান রে॥

পদকল্পতরু।

* কাছনি, ধড়া। বিষাণ, বলরামের শিঙ্গা। বেণু, মুরলী, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বংশী। তরণীতনুজা—যমুনা। আওরী, গোরুর নাম। ফুকরি—শব্দ করিয়া। কান—কানাই। ভাঁতি—প্রকার। উজর কাঁতি—উজ্জ্বল কান্তি। গুঞ্জাহার—শাদা কুঁচের মালা।

শচীদেবীর পুত্রবিরহ।

ভাবে গদ গদ বুক, গৌরাঙ্গের চাঁদমুখ,
ভাবিতে শুইলা শচী মায়।
কনক কষিত জনু, * গৌর সুন্দর তনু,
আচম্বিতে দরশন পায়॥
মায়েরে দেখিয়ে গোরা, অরুণ নয়নে ধারা,
চরণের ধূলি নিল শিরে॥
সচকিতে উঠে মায়, ধেয়ে কোলে করে তায়,
ঝর ঝর নয়নের নীরে॥
দুঁহু প্রেমে দুঁহু কাঁদে, দুঁহু থির নাহি বাঁধে,*
কহে মাতা গদ গদ ভাষে।
আন্ধল করিয়া মোরে, ছাড়ি গেলা দেশান্তরে,*
প্রাণহীন তোমার হুতাশে॥
যে হউ সে হউ বাছা, আর না যাইও কোথা,*
ঘরে বসি করহ কীর্ত্তন।
শ্রীবাসাদি সহচর, পরম বৈষ্ণববর,*
কি ধরম সন্ন্যাস করণ॥

---

* জনু—যেন। দুঁহু প্রেমে দুঁহু কাঁদে—দুজনের প্রেমে দুজনে কাঁদে। থির—স্থির। আন্ধল—অন্ধ। যে হউ সে হউ—যা হউক তা হউক। শ্রীবাসাদি গৌরাঙ্গের সহচর, ইঁহারা গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করেন নাই।

এতেক কহিতে কথা, জাগিলেন শচী মাতা,
আর নাহি দেখিবারে পায়।
ফুকরি কাঁদিয়া উঠে, ধারা বহে দুঁহু দিঠে,*
প্রেমদাস মরিয়া না যায়॥*

প্রেমদাস।

বিরহ বিকল মায়, সোয়াস্তি নাহিক পায়,*
নিশি অবসানে নাহি ঘুমে।*
ঘরেতে রহিতে নারি, আসি শ্রীবাসের বাড়ী,
আঁচল পাতিয়া শুইল ভূমে।
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি সর্ব্বজনে,
মালিনী বাহির হয়ে ঘরে।*
সচকিতে আসি কাছে, দেখে শচী পড়ি আছে,
অমনি কাঁদিয়া হাতে ধরে॥
উথলে হিয়ার দুখ, মালিনীর ফাটে বুক,
ফুকরি কাঁদিয়া উভরায়।

* দিঠে—চক্ষুতে। প্রেমদাস মরিয়া না যায়—মরিয়া না যায় কেন, কবির মন রসে নিতান্ত মগ্ন হইয়াছে, ভণিতা দিবার সঙ্গে অত্যুক্তিদ্বারা এই কথা প্রকাশ করিতেছেন।

* সোয়াস্তি—স্বাস্থ্য, ক্লেশের বিরাম। ঘুমে—ঘুমায়। মালিনী—শ্রীবাসের বাটীতে প্রাচীনা যে মালিনী থাকিত।

তুঁহু তুঁহু ধরি গলে, পড়য়ে ধরণীতলে,
তখন শুনিয়া সবে ধায়॥
দেখিয়া দোঁহার দুখ, সবার বিদরে বুক,
কতমতে প্রবোধ করিয়া।
থির করি বসাইল, মনে দুখ উপজিল,
প্রেমদাস যাউক মরিয়া॥

প্রেমদাস।

আজিকার স্বপনের কথা, শুন গো মালিনী সই,
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।*
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়ে, গৃহ পানে চেয়ে চেয়ে,
মা বলিয়া ডাকিল সে মোরে॥
ঘরেতে শুইয়াছিলাম, অচেতনে বাহির হলেম,
নিমাইর গলার সাড়া পেয়ে।*
আমার চরণধূলি, নিল নিমাই শিরে তুলি,
পুন কাঁদে গলায় ধরিয়ে॥
তোমার প্রেমের বশে, ফিরি আমি দেশে দেশে,
রহিতে নারিনু নীলাচলে।
তোমাকে দেখিবার তরে, আইনু নদীয়াপুরে*
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে।

---

* নিমাই—গৌরাঙ্গের নাম বিশেষ। সাড়া—শব্দ। নদীয়াপুরে-নবদ্বীপ, গৌরাঙ্গের জন্মস্থান; শচী দেবী সেখানে থাকিতেন।

আইস মোর বাছা বলি, হিয়ার মাঝারে তুলি,
হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
পুন না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে,
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥
সেই হতে প্রাণ কাঁদে, হিয়া থির নাহি বাঁধে,
কি করিব কহনা উপায়।
বাসুদেব দাসে কয়, গৌরাঙ্গ তোমারই হয়,
নহিলে কি সদা দেখ তায়!

বাসুদেব দাস।

খাজেছাগ পরস্তকে কুঙায় ডালিবার বয়ান

কোশ ভর যায় ফের সহর থাকিয়া।
পাহাড় উপরে মুঝে চলিল লইয়া॥*
সেই পাহাড়ের কথা শোন নামদার।*
ছোলেমান ছিল যবে পেগম্বরি তাঁর॥*
দেঁও সব সেই ওক্তে খুদেছিল গার।*
বড়া তঙ্গ কুঙা সেই ভিতরে আন্ধার॥*

* মুঝে—আমাকে। নামদার—যশস্বী। ছোলেমান—য়িহুদী রাজর্ষি বিশেষ। পেগম্বর—যে মহাপুরুষ ঈশ্বরাদেশে ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করেন। দেঁও—ভূত। গার—গাড়া, গর্ত্ত। তঙ্গ—সঙ্কীর্ণ।

জেন্দান ছোলেমান নাম আছিল কুঙার।*
ডালিত গজোব জারে হইত বাদসার॥*
রাতকালে সেই থানে লিয়া মুঝে যায়।
কোতওয়াল ধরিয়া মুঝে ডালিল তাহায়॥
যখন ডালিল মুঝে কুঙার ভিতর।
মালুম না ছিল মুঝে সে সব খবর॥
কতক্ষণ বাদে হোস হইল আমার।
দেলে ভাবি বুঝি আমি হইনু মোরদার॥*
তেঁই বুঝি গোরস্থানে করিল দফন।*
তার বিচে শুনি কথা কহে দুই জন॥
আপনা দেলেতে আমি বুঝিনু নেহাত।*
মনকের নকীর বুঝি এসে কহে বাত॥*
আমারে আইল বুঝি পুছিতে সওয়াল।*
এয়ছাই দেলের বিচে করিনু খেয়াল॥*
নেঘাও* করিয়া ফের লাগিনু শুনিতে।
হাতড়িয়া ফিরি কিছু না পারি দেখিতে॥

* জেন্দান—কারাগার। গজোব—বিষদৃষ্টি। দেলে—মনে। মোরদার—শব। দফন—গোর। নেহাত—নিতান্ত। মনকের নকীর—যে দেবদূত মৃত ব্যক্তিকে পরলোকে লইয়া যায়। পুছিতে—জিজ্ঞাসা করিতে। সওয়াল—প্রশ্ন। এয়ছাই—এই রূপই। দেলের—মনের। বিচে—মধ্যে। খেয়াল—ভাবনা।

এয়ছাই মালুম ফের হইল আমায়।
যেন কেহ চান চুনি বসিয়া চিবায়॥*
পুছিনু তাহারে শুন বান্দা যে খোদার।*
কে তুমি কহিবে রাস্ত * ওয়াস্ত আল্লার॥*
কহিল সে মর্দ্দ* মুঝে* আমিতো বন্দুয়ান।*
ছোলেমানি কুণ্ডা এই নামেতে জেন্দান॥
পুছিনু তাহারে ফের শোন বেরাদার।*
মরিনু কি বেঁচে আছি কহ সমাচার॥
এ কথা শুনিয়া মর্দ্দ হাসিয়া হয়রান।*
কহিল ধড়ের* বিচে আছে তেরা জান॥*
আজি কালি বিচে ভাই যাবে তুমি মরে।
এ কথা শুনিয়া ফের কহিনু তাহারে॥
কি তুমি খাতেছ মুঝে দেহ থোড়া* খাই;
শুনিয়া গজোব করে দিলেক থোড়াই॥
দেখিনু যও* থোড়া দিল মুঝে খাইতে।
সোকরানা* ভেজিয়া* যও লাগিনু চিবাতে।

* চান চুনি—ছোলামটর (?) বান্দা যে খোদার—খোদাবন্দ—দেবানুগৃহীত। রাস্ত—ঠিক। ওয়াস্তে আল্লার—দোহাই পরমেশ্বর। মর্দ্দ—মনুষ্য; মুঝে—আমাকে। বন্দুয়ান—বন্দী। বেরাদার—ভাই। হয়রান—ক্লান্ত। ধড়—দেহ। তেরা জান—তোর—জীবন। থোড়া—অল্প। যও—যব। সোকরানা—ভোজনারম্ভে ঈশ্বরস্তুতি। ভেজিয়া—পাঠাইয়া।

কুঙার ভিতরে আমি রহিনু পড়িয়া।
এই রূপে সাত রোজ যায় গোজরিয়া* ॥
কখন কখন দেখি দুই পহর রাতে।
রোমালেতে রুটি বেঁধে ডালিল কুঙাতে ॥
এক ছরাই পাণি দিত রশিতে বাঁধিয়া।
সেই দুই মর্দ্দ খাইত খোসাল্ হইয়া ॥*
এই যে কুকুর মেরা ছিল সাতে সাতে।
রাত যোগে রুটি দিতে পাইল দেখিতে ॥
উপরে থাকিয়া কোত্তা দেখিল তামাম।
দেলে দেলে ভাবে কোত্তা করি কোন্ কাম
আমার মনিব আছে এই যে জেন্দানে।
কোন্ রূপে রুটি পানি ভেজিব এখানে ॥
এতেক ভাবিয়া গেল সহর ভিতর।
নানবায়ের* দোকানেতে করিল নজোর ॥*
ফোরছোত* বুঝিয়া রুটি মথে করি লিল।
সেখান হইতে কোত্তা ভাগিয়া আইল ॥
পিছে পিছে খেদাড়িয়া যায় দোকানদার।
আখেরে* ফিরিয়া গেল হইয়া লাচার*
কত লোক ঢিলা মারে বলে দূর দূর।
তবু না ছাড়িল রুটি অবলা কুকুর ॥

* গোজরিয়া—অতিবাহিত হইয়া। খোসাল—তৃপ্ত। নানবায়—রুটিওয়ালা। নজোর—দৃষ্টি। ফোরছোত—অবকাশ। আখেরে—অবশেষে। লাচার—অসমর্থ।

সহরের কোত্তা দেখে যায় খেদাড়িয়া।
হামলা করে রোকে তবে যায় পলাইয়া॥
তারা সবে ফিরে গেল হৈয়া হয়রান।
রুটি লইয়া আইল যেখানে জেন্দান॥
কুণ্ডাতে ডালিয়া রুটি লাগিল ডাকিতে।
কোত্তার আওয়াজ মেরা লাগিল কাণেতে॥
ছামনে গিরিল রুটি লিহু উঠাইয়া।
কুকুর চলিল ফের পানির লাগিয়া॥
এক বুড়ি ছিল এক বস্তির কেনারে।
কুকুর পৌছিল তার ঝুপড়ির দুয়ারে॥
ঘরের দুয়ারে গিয়া চারিদিকে তাকে*।
দেখিল পানির ঘড়া আছিল সুমুখে॥
আছিল পানির লোটা চাহে উঠাইতে।
কোত্তাকে দেখিয়া বুড়ী লাগিল হাঁকিতে॥
ঘড়ার উপরে কোত্তা গিরিল* যাইয়া।
তখনি পানির ঘড়া গেল যে টুটিয়া॥
মারিতে চলিল বুড়ী লাঠি লিয়া হাতে।
দেখিয়া কুকুর গেরে বুড়ীর পায়েতে॥
চারিদিকে ঘোরে তার দুম* হেলাইয়া,
পাহাড় তরফে* ফের যায় দওড়াইয়া॥

* তাকে—তাকায়, দেখে। গিরিল—পড়িল। গেরে—পড়ে। দুম—লাঙ্গুল। তরফে—দিকে।

ফিরিয়া আসিয়া ফের গেরে তার পায়।
পানির লোটার কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়॥
কখন পানির লোটা ধরে যেয়ে দাঁতে।
কখন পায়েতে মুখ লাগেন ঘষিতে॥
কখন আঁচল তার দাঁতেতে ধরিয়া।
পানির ঘড়ার কাছে লে যায় খেঁচিয়া*
বুড়ীর দেলেতে দর্দ্দ* দিলেক রহমান*
কুকুরের হাল* দেখে বুড়ী পেরেসান॥*
লোটাতে বান্ধিয়া রশি পানি উঠাইল।
কুকুরের সাতে সাতে পাহাড়ে চড়িল॥
বুড়ীর আঁচল কোত্তা ধরিয়া দাঁতেতে।
আগে আগে চলে যায় সেই পাহাড়েতে॥
কুঙার কেনারে গিয়া হইল হাজির।
দেখায় ইসারা করে বুড়ীর খাতির॥*
ভিতরে ডালিল রশি লোটাতে বান্ধিয়া।
রুটি খেয়ে পানি পিন্নু খোসাল হইয়া॥

চাহারদরবেশ।

সমাপ্ত।

* খেঁচিয়া—টানিযা। দর্দ্দ—যাতনা। রহমান—দয়া। হাল—অবস্থা। পেরেসান—পীড়িত। বুড়ীর খাতির—বুড়ীকে।